সার সংক্ষেপ

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩

দক্ষিণের উত্থানঃ

বৈচিত্র্যময় বিশ্বে মানব অগ্রগতি

UNDP

Empowered lives.
Resilient nations.

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৩
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী কর্তৃক প্রণীত
১ ইউএন প্লাজা, নিউ ইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৭, যুক্তরাষ্ট্র

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার যে কোন অংশ যে কোন রূপেই অনুমতি ব্যতীত কোথাও কোনভাবে পুনর্মুদ্রণ বা পুনর্নির্মাণ করা যাবে না।

মুদ্রণ: প্রিন্টক্রাফ্ট কোম্পানি লিমিটেড, ৫০/৪, পশ্চিম হাজিপাড়া, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

সম্পাদনা ও অলংকরন: কমিউনিকেশন্স ডেভেলপমেন্ট ইনকরপোরেটেড, ওয়াশিংটন, ডি সি
ডিজাইন: মেলানি ডোহার্টি ডিজাইন, সান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া
ভাষান্তর ও সম্পাদনা: ইনসাইট ইনিশিয়েটিভ্স লিমিটেড, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)-এর একটি অঙ্গসংস্থা

মুদ্রণ পরবর্তী ত্রুটি তালিকার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: http://hdr.undp.org
বাংলা সংস্করণ সংক্রান্ত যোগাযোগ: মাহতাব হায়দার (mahtab.haider@undp.org)

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩ টীম

ডিরেক্টর ও প্রধান লেখক
খালিদ মালিক

গবেষণা ও পরিসংখ্যান
মরিস কুগলার (গবেষণা প্রধান), মিলোরাড কভেসেভিক (প্রধান পরিসংখ্যানবিদ), শুভ্রা ভট্টাচার্য, আস্ট্রা বনিনি, সিসিলিয়া ক্যালডেরন, অ্যালেন ফুক্স, এমি গে, ইয়ানা কোনভা, আর্থার মিনসাট, শিভানী নাইয়ার, হোসে পিনেডা এবং শোয়ার্নিম ওয়াগলে

কমিউনিকেশন্স ও প্রকাশনা
উইলিয়াম অর্মে (চীফ অফ কমিউনিকেশন্স), বোটাগজ আবড্রেইয়েভা, কারলোটা আইয়েলো, এলেনোর ফুর্নিয়ে-টোম্বস, জঁ-ইভ হামেল, স্কট লুইস এবং সামান্তা ওয়াওচোপে

জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন
এভা জেসপারসন (ডেপুটি ডিরেক্টর), ক্রিস্টিনা হ্যাকম্যান, জোনাথান হল, ম্যারী অ্যান মোয়াঙ্গি এবং পাওলা পায়লিয়ানি

অপারেশনস এবং এডমিনিস্ট্রেশন
সারানটুইয়া মেন্ড (অপারেশনস ম্যানেজার), একাটেরিনা বার্মান, ডায়ান বুপদা, মামাইয়ে গেবরেটসাদিক এবং ফে হুয়ারেজ-শানাহান

সার সংক্ষেপ

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩

দক্ষিণের উত্থানঃ

বৈচিত্র্যময় বিশ্বে মানব অগ্রগতি

Empowered lives.
Resilient nations.

Published for the
United Nations
Development
Programme
(UNDP)

মুখবন্ধ

"দক্ষিণের উত্থানঃ বৈচিত্র্যময় বিশ্বে মানব অগ্রগতি" শীর্ষক ২০১৩-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উদ্ভূত নানা বিষয় ও প্রবণতা এবং একইসাথে উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের রূপ পরিগ্রহণে নতুন অ্যাকটরদের ভূমিকা মূল্যায়ন করে আমাদের এই সময়ের বিকাশমান ভূরাজনীতির দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি বিরাট সংখ্যক উন্নয়নশীল দেশের যে চমকপ্রদ রূপান্তর ঘটেছে, তাদের অর্থনীতি অধিকতর সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে এবং তারা রাজনৈতিকভাবে অধিকতর প্রভাবশালী হয়েছে, তা মানব উন্নয়নের অগ্রগতিতে লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলছে।

প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে মানব-উন্নয়ন সূচকের হিসেবে গত এক দশকে সব দেশই শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আয়ের মাত্রার ক্ষেত্রে অর্জন এতটাই ত্বরান্বিত করতে পেরেছে যে যেকয়টি দেশের তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে এমন কোন দেশ নেই যার মানব উন্নয়ন সূচক ২০০০ সালের তুলনায় ২০১২ সালে দুর্বল ছিল। দেখা যায় যে, যেসব দেশে মানব উন্নয়ন সূচক দুর্বল ছিল সেসব দেশ ঐ সূচকের বিচারে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছে; এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে মানব উন্নয়ন সূচকের সমকেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হলেও অন্তঃ এবং আন্তঃ আঞ্চলিক অসমতা ছিল লক্ষ্যণীয় ।

১৯৯০ থেকে ২০১২ সময়কালে যেসব দেশ মানব উন্নয়ন সূচকের মান আয় ও আয়-বহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পেরেছে, তাদের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়ে এই প্রতিবেদনে সেইসব কৌশল মূল্যায়ন করা হয়েছে যা দেশগুলোর কৃতিত্ব অর্জনে সহায়ক ছিল। এদিক থেকে ২০১৩ এর প্রতিবেদনটি উন্নয়ন রূপান্তরের সুনির্দিষ্ট চালিকাশক্তিগুলোকে বিবৃত করা এবং লব্ধ অর্জনকে টেকসই করতে পারে এমন অগ্রাধিকারযোগ্য ভবিষ্যৎ নীতির প্রস্তাব উপস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন চিন্তায় অর্থপূর্ণ অবদান রেখেছে।

এই প্রতিবেদনের জন্য তৈরী করা আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী ২০২০ সাল নাগাদ ব্রাজিল, চীন এবং ভারত - এই তিনটি নেতৃস্থানীয় উন্নয়নশীল দেশের মোট উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমষ্টিগত উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে। এই প্রতিবেদনে আরো দেখা যাবে যে দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে নতুন বাণিজ্য আর প্রযুক্তির অংশীদারিত্বই এই প্রসারণের মূল চালিকাশক্তি।

পূর্ববর্তী বছরের প্রতিবেদনগুলির মত এ বছরের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের একটি অত্যাবশ্যকীয় বার্তা হলো যে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানব উন্নয়নের অগ্রগতি নিশ্চিত করেনা। দরিদ্রবান্ধব নীতি এবং জনগণের সক্ষমতা, বিশেষ করে শিক্ষা পুষ্টি ও স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান যোগ্য দক্ষতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক শোভন কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে।

উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা টেকসই করার জন্য ২০১৩ এর প্রতিবেদনটি চারটি নির্দিষ্ট বিষয় শনাক্ত করেছে: লিঙ্গ সমতার নিশ্চয়তাসহ ন্যায্যতার সম্প্রসারণ, তরুণসমাজ তথা সকল নাগরিকের অভিমত প্রকাশ ও অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ নিশ্চিত করা, পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা; এবং জনমিতিক পরিবর্তন সামলানো।

এই প্রতিবেদনে আরো দেখা যায় যে বৈশ্বিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলির প্রকৃতি ক্রমেই জটিল আর আন্তঃদেশীয় রূপ নিচ্ছে। আর তাই আমাদের যুগের সবচেয়ে জরুরী চ্যালেঞ্জগুলির ক্ষেত্রে - তা সে দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন বা শান্তি ও নিরাপত্তা যেটাই হোক না কেন - সমন্বিত পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক। বাণিজ্য, অভিবাসন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে দেশগুলির পারস্পরিক সংযুক্তি এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে একটি দেশের নীতি অন্যদেশের উপর যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে তা আজ সর্বজনবিদিত। এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় যে সাম্প্রতিক কালে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য দায়ী খাদ্য, অর্থনীতি, বা জলবায়ুজনিত সংকট। এসব কারণে সংক্ষুব্ধ আর বিপর্যয়ে আক্রান্ত মানুষের অসহায়ত্ব প্রশমনের গুরুত্বও তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দক্ষিণের জ্ঞান-ভান্ডার, দক্ষতা এবং উন্নয়ন-চিন্তা কাজে লাগানোর জন্য এই প্রতিবেদনে নতুন সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে যা দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক একাঙ্গীকরণ-প্রক্রিয়া সহজ

করে তুলতে পারে। ইতমধ্যেই উন্নয়নশীল বিশ্বের বিকাশমান শক্তিগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে নবধারার উৎস হিসেবে বিবেচিত আর ক্রমবর্ধমানরূপে তারা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন সহযোগিতার অংশীদারও বটে।

দক্ষিণের অন্যান্য অনেক দেশই গতিশীল উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের অভিজ্ঞতা আর দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা উন্নয়ন-নীতির জন্য সমভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক। এক্ষেত্রে জ্ঞানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এবং সরকার, সুশীল সমাজ ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলির মধ্যকার অংশীদারিত্বের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আহ্বায়ক হিসেবে ইউএনডিপি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ অভিজ্ঞতার বিনিময়ে এবং এ সংক্রান্ত সক্ষমতা সৃষ্টিতেও আমাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এই প্রতিবেদনটি দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার বিকাশে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণী কিছু উপলব্ধি তুলে ধরেছে।

এই প্রতিবেদনে ন্যায্য ও তুলনামূলক ভাবে একটি সমতাভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈশ্বিক শাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত সংস্থাগুলির প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনটি সংস্থা গুলোর কাঠামোকে তুলে ধরেছে যা নতুন অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে সেকেলে। এই প্রতিবেদনটি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নতুন যুগের উপযোগী বিকল্প উপায়গুলো বিবেচনা করেছে। অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথাও এই প্রতিবেদনটি উল্লেখ করেছে এবং এর সমর্থনে বৈশ্বিক সুশীল সমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্ব-আরোপ করেছে। এছাড়া বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের কারণে সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর ক্ষমতা নিশ্চিতকরণের কথাও প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে - বেশীরভাগক্ষেত্রে এই ক্ষতিগ্রস্তরাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র এবং অসহায় মানুষ।

২০১৫ উত্তর বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গ নিয়ে যখন বিশ্ব জুড়ে আলোচনা চলছে, আমার আশা অনেকেই তখন এই প্রতিবেদনটি সময় নিয়ে পড়বেন, এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য এর প্রস্তাব গুলিকে বিবেচনায় আনবেন। এই প্রতিবেদনটি বৈশ্বিক উন্নয়নের বর্তমান ধারণাসমূহকে নতুন আলোকে সামনে এনে দেখায় যে দক্ষিণের বহুদেশের দ্রুতগামী উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে কত কিছুই না শেখার আছে।

হেলেন ক্লার্ক
কর্মাধক্ষ
জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি)

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩-এর পরিপূর্ণ সূচী

মুখবন্ধ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সারাংশ

ভূমিকা

অধ্যায় ১

মানব উন্নয়নের পরিস্থিতি

বিভিন্ন জাতির অগ্রগতি

সামাজিক সংহতি

জননিরাপত্তা

অধ্যায় ২

অধিকতর বিশ্বায়িত দক্ষিণ

পুনঃভারসাম্য প্রতিষ্ঠা: অধিকতর বিশ্বায়িত পৃথিবী, অধিকতর বিশ্বায়িত দক্ষিণ

মানব উন্নয়নের তাগিদ

দক্ষিণে উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক প্রয়াস

নতুন রূপে সহযোগিতা

অনিশ্চিত সময়ে টেকসই প্রবৃদ্ধি

অধ্যায় ৩

উন্নয়ন চালিকাসমূহ

চালিকা-১: সক্রিয় ও উন্নয়নবাদী রাষ্ট্র

চালিকা-২: বিশ্ববাজারে প্রবেশ

চালিকা-৩: সংকল্পবদ্ধ সামাজিক নীতি উদ্ভাবন

অধ্যায় ৪

গতিময়তা টিকিয়ে রাখা

উন্নয়নশীল দেশের নৈতিক অগ্রাধিকার

জনমিতি ও শিক্ষার মডেলিং

বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া জনসংখ্যার প্রভাব

অভিলাষী নীতির প্রয়োজনীয়তা

সুযোগের সদ্ব্যবহার

অধ্যায় ৫

নতুন যুগে অংশীদারিত্ব ও সুশাসন

জনপণ্যের নতুন বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী

দক্ষিণের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব

বৈশ্বিক নাগরিক সমাজ

সুসঙ্গত একাধিকত্বের দিকে

দায়িত্বশীল সার্বভৌমত্ব

নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন কার্যপ্রণালী

উপসংহার: নতুন যুগের অংশীদারেরা

টীকা

নির্ঘন্ট

সংযোজিত পরিসংখ্যান

পাঠক গাইড

এইচডিআই অবস্থান ও দেশ সহায়িকা

পরিসংখ্যান সারনী

১. মানব উন্নয়ন সূচক এবং এর উপাদানসমূহ

২. মানব উন্নয়ন সূচক প্রবণতা, ১৯৮০-২০১২

৩. অসমতা নিয়ন্ত্রিত মানব উন্নয়ন সূচক

৪. লিঙ্গ বৈষম্য সূচক

৫. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক

৬. সম্পদের উপর অধিকার

৭. স্বাস্থ্য

৮. শিক্ষা

৯. সামাজিক সংহতি

১০. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য ও সেবার প্রবাহ

১১. আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রবাহ ও অভিবাসন

১২. উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি

১৩. পরিবেশ

১৪. জনসংখ্যার প্রবণতা

অঞ্চলসমূহ

পরিসংখ্যান নির্ঘন্ট

প্রায়োগিক সংযোজন: প্রক্ষেপন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও টীকা

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩ : সার সংক্ষেপ

২০০৮-২০০৯ সময়কালে যখন আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি থমকে যায়, তখন উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর অগ্রগতি সারা বিশ্বের নজর কাড়ে। বৈশ্বিক পুনঃভারসাম্য আনয়নের জন্য দক্ষিণের এই উত্থান অনেক আগেই হওয়ার কথা ছিল। তবে আর্থিক সংকটের সময়কাল থেকে এই বিষয়টি নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য এই আলোচনা বড় কয়েকটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ পুরো বিষয়টির মাত্রা সত্যিকার অর্থে তার চেয়ে অনেক ব্যাপক, যেখানে অনেকগুলো দেশ জড়িত, জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের সংমিশ্রণ এবং গভীরতর অন্তঃপ্রবাহ - যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে মানুষের জীবনযাত্রায়, স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় এবং গণতান্ত্রিক সুশাসনে। এই প্রতিবেদনেই দেখানো হয়েছে যে দক্ষিণের তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উত্থান আসলে মানব উন্নয়নে ক্রমাগত বিনিয়োগ ও অর্জনেরই ফল এবং সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর মানব অগ্রগতির সুযোগও বটে। এই অগ্রগতিকে সম্ভব করবার জন্য প্রয়োজন বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে সচেতন ও আলোকিত নীতিপ্রণয়ন। এই প্রতিবেদনে যে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে তা নীতিপ্রণয়নের কাজে সহায়ক হতে পারে।

দক্ষিণের উত্থান

গতি ও পরিমাণের দিক থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বের উত্থান একটি নজিরবিহীন ঘটনা। বিষয়টি বুঝতে হবে বৃহত্তর মানব উন্নয়নের আলোকে। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ যে দেশগুলোয় বসবাস করে সেখানে ব্যক্তির সক্ষমতার নাটকীয় সম্প্রসারণ এবং টেকসই মানব উন্নয়নে অগ্রগতি তাৎপর্যবহ। যখন কয়েক ডজন দেশ ও কোটি কোটি মানুষ উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে তখন তা বিশ্বের সকল দেশ ও অঞ্চলের সম্পদ সৃষ্টি ও বৃহত্তর মানব অগ্রগতিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। এই অবস্থায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সামনে যেমন নতুন সুযোগ আছে, তেমনি আছে সৃজনশীল নীতি-পদক্ষেপের সুযোগ যা কি না সবচেয়ে অগ্রসর অর্থনীতির দেশগুলোরও উপকারে আসতে পারে।

যদিও বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ বেশ ভাল অগ্রগতি করেছে, সুনির্দিষ্টভাবে বড় কয়েকটি দেশ বিশেষভাবে ভাল অগ্রগতি করেছে যাকে বলা হচ্ছে 'দক্ষিণের উত্থান।' কয়েকটি দেশের অগ্রগতি বেশ দ্রুত। এগুলো হলো: চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্ক। কিন্তু বাংলাদেশ, চিলি, ঘানা, মরিশাস, রুয়ান্ডা, থাইল্যান্ড ও তিউনিসিয়ার মতো ছোট অর্থনীতির দেশগুলোও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে (চিত্র-১)।

২০১৩ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দক্ষিণের উত্থান ও মানব উন্নয়নে এর তাৎপর্যের ওপর আলোকপাত করার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর বড় বড় পদক্ষেপগুলোর কারণে পরিবর্তনশীল বিশ্বের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে অর্জিত অগ্রগতি, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ (যার অনেকগুলো অগ্রগতির সাফল্যের কারণে সৃষ্ট) এবং প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সুশাসনের জন্য সামনে যে সুযোগ তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

১৫০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতৃত্ব দানকারী তিন দেশের (চীন, ভারত ও ব্রাজিল) সমন্বিত উৎপাদন উত্তরের দীর্ঘদিনের শিল্প শক্তিগুলোর (কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মোট জিডিপির প্রায় সমান হতে চলেছে। এটা বিশ্ব অর্থনীতির শক্তির ভারসাম্যের

চিত্র-১

দক্ষিণের ৪০টির বেশি দেশ ১৯৯০ থেকে ২০১২ সময়কালের মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) অনুযায়ী ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে/উল্লেখযোগ্য হারে এগিয়েছে। এটি ১৯৯০ সালের এইচডিআই- এর আলোকে যে পূর্বাভাস করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি।

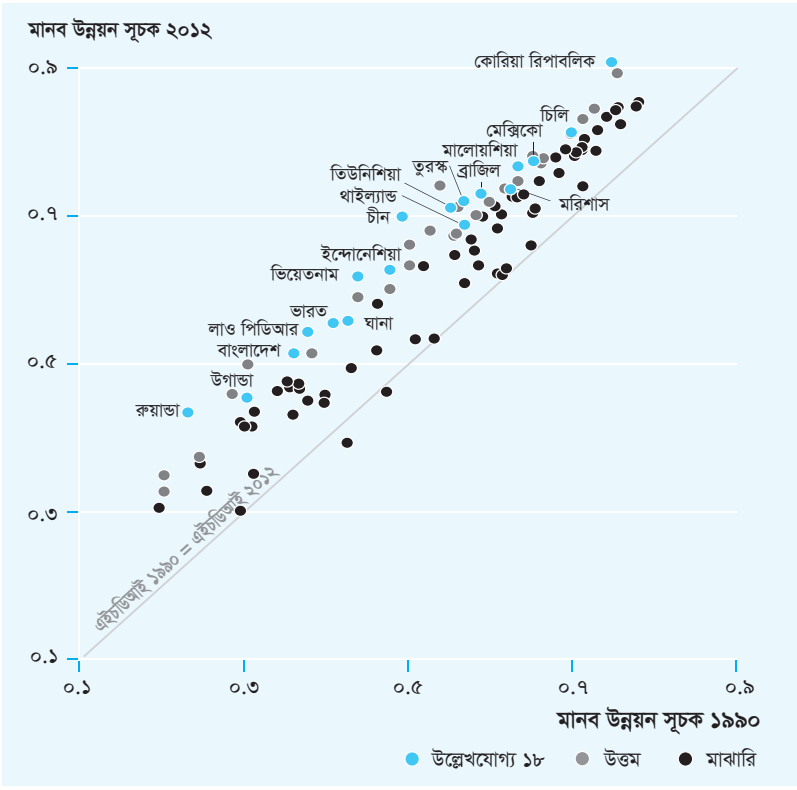

টীকা: ৪৫ ডিগ্রি রেখার ওপরে অবস্থিত দেশগুলোর এইচডিআই মান ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১২ সালে বেশি। ধূসর ও কালো চিহ্নিত অংশগুলো বোঝায়, যেসব দেশ ১৯৯০ থেকে ২০১২ সময়কালের মধ্যে এইচডিআই মান ১৯৯০ সালের এইচডিআই মানের আলোকে যে পূর্বাভাস করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৯৯০ সালে এইচডিআই লগের ওপর ২০১২ ও ১৯৯০ সালের মধ্যে এইচডিআই লগের পরিবর্তন থেকে রিগ্রেশন করে পাওয়া রেসিডুয়ালের ভিত্তিতে দেশগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব দেশ এইচডিআইতে দ্রুত অগ্রগতি করেছে, তাদের বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সূত্র: এইচডিআরও হিসাব।

নাটকীয় পরিবর্তনকেই প্রতিফলিত করেছে। ১৯৫০ সালে চীন, ভারত ও ব্রাজিল একত্রে বিশ্ব অর্থনীতির মাত্র ১০% প্রতিনিধিত্ব করত। একই সময়ে বিশ্ব অর্থনীতির অর্ধেকের বেশি হিস্যা ছিল উত্তরের সনাতনী ছয় শিল্পশক্তির। এই প্রতিবেদনের প্রক্ষেপণ অনুসারে, ২০৫০ সালে চীন, ভারত ও ব্রাজিল বৈশ্বিক উৎপাদনের ৪০% যোগান দেবে। এটি আজকের জি-৭ জোটের প্রক্ষেপিত সমন্বিত উৎপাদনের চেয়ে বেশি।

দক্ষিণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তন, আয় ও প্রত্যাশা খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে (চিত্র-৩)। দক্ষিণের বিরাট জনগোষ্ঠী তথা কোটি কোটি ভোক্তা ও নাগরিক বৈশ্বিক মানব উন্নয়নের পরিণতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। আর এই পরিণতি এসেছে উন্নয়নশীল দেশগুলো সরকার, কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমে। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল বিশ্বও এখন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও সৃজনশীল উদ্যোগের লালনভূমিতে পরিণত হচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণ বাণিজ্যে নতুন শিল্পায়িত অর্থনীতিগুলো এখন উন্নত বিশ্বের বাজারের জন্য হরেকরকম পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা নির্মাণ করেছে। কিন্তু দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশের কোম্পানিগুলোর স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সক্ষম করেছে।

উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল বিশ্বও এখন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও সৃজনশীল উদ্যোগের লালনভূমিতে পরিণত হচ্ছে

মানব উন্নয়নের পরিস্থিতি

২০১২ সালের মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) বড় ধরণের অগ্রগতি তুলে ধরেছে। এক দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মানব উন্নয়নের উচ্চ স্তরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যেসব দেশের মানব উন্নয়ন নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ের, সেসব দেশে এইচডিআই এর অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে দ্রুততর। এটা একটি সুসংবাদ। তবে গড়পড়তার চেয়েও বেশি হারে এইচডিআইর উন্নয়ন প্রয়োজন। যদি এইচডিআইর বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, মাত্রাতিরিক্ত ভোগ, উচ্চ সামরিক ব্যয় ও নিম্ন সামাজিক সম্প্রীতির ঘাটতি থাকে তাহলে মানব উন্নয়নের অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত হবে না, টেকসইও হবে না (বাক্স-১ দ্রষ্টব্য)।

মানব উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হলো ন্যায্যতা। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের মূল্যবোধ ও ইচ্ছে অনুসারে জীবন পরিপূর্ণ করে তোলার অধিকার রয়েছে। 'ভুল'

চিত্র-২

বৈশ্বিক উৎপাদনে ১৯৫০ সালে চীন, ভারত ও ব্রাজিলের সমন্বিত ১০% অংশ ২০৫০ সালে বেড়ে ৪০% হওয়ার প্রক্ষেপণ

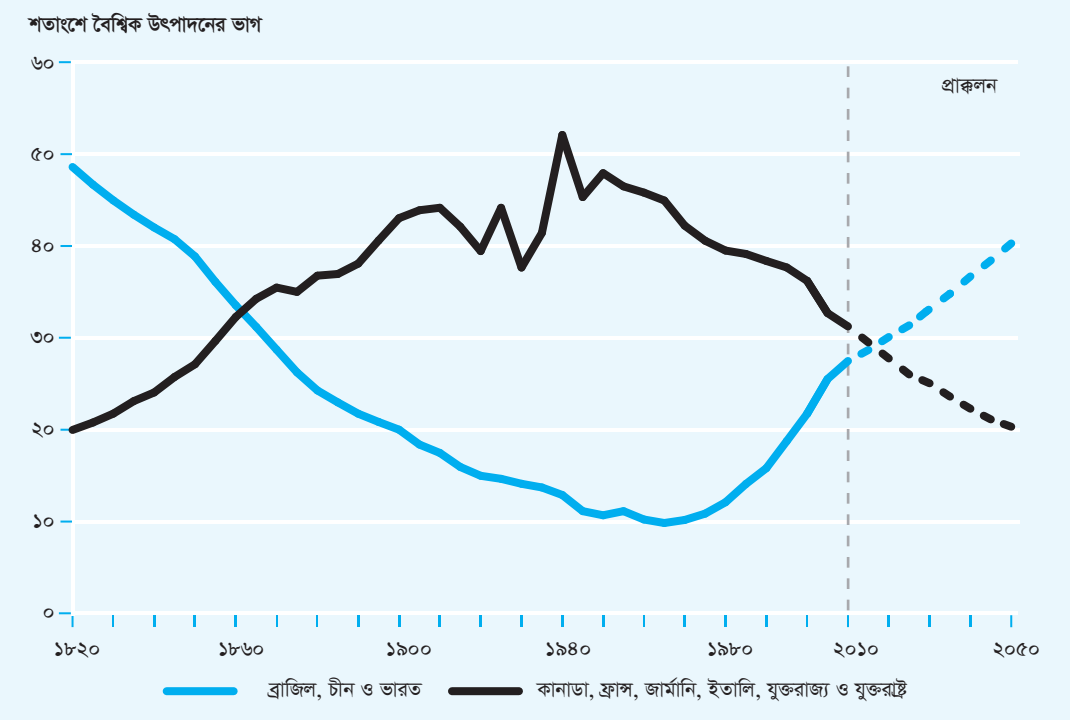

টীকা: উৎপাদন নিরূপিত হয়েছে ১৯৯০ সালের পিপিপি (ক্রয়ক্ষমতার সাম্যতা) ডলারে।
সূত্র: এইচডিআরও হিসাব; ম্যাডিসন (২০১০) থেকে ঐতিহাসিক তথ্য ও পারডিপ সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ফিগারস (২০১৩) থেকে প্রক্ষেপণ।

দেশ বা শ্রেণী, 'ভুল' জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কিংবা 'ভুল' লিঙ্গের কারণে কোনো নারী বা পুরুষের জীবন দুর্বিষহ বা সংক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ ধরণের বৈষম্য মানব উন্নয়নের গতি কমিয়ে দেয়, এমনকি অনেকক্ষেত্রে তা রোধ করে দেয়। বিশ্বজুড়ে গত দুই দশকে আয় বৈষম্যের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে অসমতা অনেক কমেছে (চিত্র-৪)। দৃশ্যত সকল গবেষণা সমীক্ষাই একমত যে বৈশ্বিক আয় বৈষম্য অনেক বেশি, যদিও এর সাম্প্রতিক ধারা নিয়ে কোনো মতৈক্যে পৌঁছনো যায়নি।

অধিকতর বিশ্বায়িত দক্ষিণ

বৈশ্বিক উৎপাদনে যেভাবে পুনঃভারসাম্য এসেছে তা গত ১৫০ বছরে দেখা যায়নি। সীমান্ত অতিক্রম করে পণ্য, সেবা, মানুষ ও ধারণার চলাচলের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ২০১১ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উৎপাদনের প্রায় ৬০% এসেছে বাণিজ্য থেকে। উন্নয়নশীল দেশগুলো এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে (বাক্স-২)। ১৯৮০ থেকে ২০১০ সময়কালের মধ্যে বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্যে তাদের হিস্যা ২৫% থেকে বেড়ে ৪৭% হয়েছে। একইভাবে বৈশ্বিক উৎপাদনে তাদের অংশ ৩৩% থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫%। উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ বাড়াচ্ছে। ১৯৮০ থেকে ২০১১ সময়কালে দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্যের ৮.১% থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬.৭%।

তবে দক্ষিণের উত্থান সবগুলি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এক রকম নয়। পরিবর্তনের গতি স্বল্পোন্নত ৪৮টি দেশের প্রায় সবগুলোতেই তুলনামূলকভাবে ধীর। বিশেষত যেসব দেশ ভূবেষ্টিত অথবা বিশ্ব বাজার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এতদসত্ত্বেও এসব দেশ দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থায়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর থেকে সুফল পেতে শুরু করেছে। যেমন, চীনের প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের বিশেষত দেশটির ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর। এটি উন্নত দেশগুলোয় চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট যে ঘাটতি তা পূরণে সহায়ক হয়েছে। ২০০৭-২০১০ সময়কালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ০.৩-০.১১ শতাংশীয় পয়েন্ট কম হতো যদি উন্নত দেশগুলোর মতো চীন ও ভারতের প্রবৃদ্ধির হার কমে যেতো।

আবার অনেক দেশ উপকৃত হয়েছে মানব উন্নয়নে অবদান রাখা খাতগুলোতে, বিশেষত স্বাস্থ্যে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সহনীয় দরে ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রী এবং তথ্য প্রযুক্তি

চিত্র-৩

অব্যাহতভাবে দক্ষিণের মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়ে চলার প্রক্ষেপণ

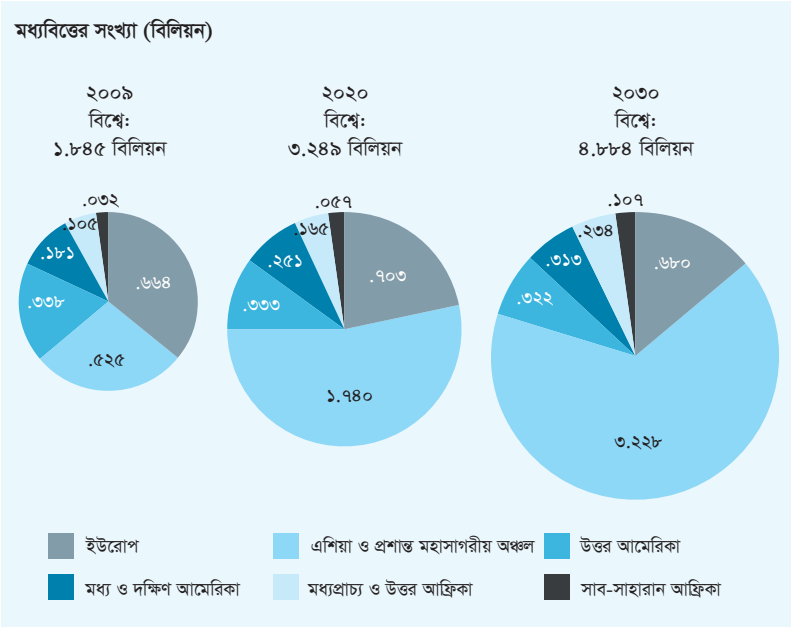

টীকা: মধ্যবিত্ত বলতে দৈনিক ১০ থেকে ১০০ ডলার আয় বা ব্যয় করে এমন লোকদের বোঝান হয়েছে (২০০৫ সালের পিপিপি ডলারে)
সূত্র: ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশন ২০১২

পণ্য-সেবা সরবরাহ করছে আফ্রিকার দেশগুলোতে। ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকাও একই কাজ করছে নিজ নিজ অঞ্চলে।

অবশ্য বড় দেশগুলো থেকে রপ্তানির অসুবিধাও আছে। বড় দেশগুলো ছোট দেশগুলোর ওপর প্রতিযোগিতামূলক চাপ তৈরি করে যা অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণ ও শিল্পায়নকে থামিয়ে দিতে পারে। আবার এরকম দৃষ্টান্তও আছে যে প্রতিযোগিতার প্রচন্ড ধাক্কায় শিল্প বৈরীতা তৈরি হয়েছে। আজকের প্রতিযোগিতাকে আগামীতে সহজেই পরিপূরকতায় রূপান্তর করা যায়। নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত নীতির ওপরই নির্ভর করে কিভাবে প্রতিযোগিতা থেকে পরিপূরকতায় রূপান্তর ঘটা সম্ভব।

দক্ষিণের উত্থান সবগুলি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এক রকম নয়

উন্নয়ন চালিকাসমূহ

গত দুই দশকে অনেকগুলো দেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণের উত্থান তাই ব্যাপকভিত্তিক বলা যেতে পারে। তদুপরি কয়েকটি দেশ যারা বহুল মাত্রায় অগ্রগতি সাধন করেছে, তারা শুধু জাতীয় আয়ই বাড়াতে সক্ষম হয়নি, বরং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক সূচকগুলোয় গড়পড়তার চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে (চিত্র-৬)।

বাক্স ১ *অমর্ত্য সেন, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবীদ*

মানুষ হতে কেমন লাগে?

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, দার্শনিক টমাস নেজেলের লেখা একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "বাদুড় হতে কেমন লাগে?" আজকে আমি জানতে চাই: মানুষ হতে কেমন লাগে? *দ্যা ফিলোসফিকাল রিভিউ*-তে ছাপানো টম নেজেলের ঐ প্রবন্ধটি আসলে মানুষকে নিয়েই বেশি ছিল, আর খুব সামান্যই ছিল বাদুড় সম্পর্কে। এতে অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গের পাশাপাশি নেজেল গভীর সংশয়বাদ প্রকাশ করেছিলেন পর্যবেক্ষণবাদী বিজ্ঞানীদের প্রলুব্ধি নিয়ে যারা বাদুড় - অথবা একইরকমভাবে মানুষ হবার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করতে গিয়ে মস্তিষ্কের বা দেহের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোকেই শুধু প্রাধান্য দেন যেগুলি খালি চোখেই দেখা যায়। বাদুড় বা মানুষ হবার বোধকে মস্তিষ্ক বা দেহের কেবল কিছু স্পন্দন হিসেবে দেখা আসলেই কঠিন। যতই প্রলুব্ধকর হোক না কেন, বোধের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করতে অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রণযোগ্য দেহ কখনোই যথেষ্ট নয়।

মানব উন্নয়নের সাম্প্রতিকতম দৃষ্টিভঙ্গীও একটি বৈসাদৃশ্যকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, যদিও সেটা নেজেলের মৌলিক জ্ঞানতাত্ত্বিক তুলনার চাইতে কিছুটা ভিন্ন। মাহবুব-উল-হকের হাত ধরে শুরু হওয়া মানব উন্নয়ন সূচকের মধ্যেও সেই বিষয়টি লক্ষণীয়। একদিকে রয়েছে জীবন যাপনের মান নিরূপন, তারা কতটা স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং সেটাকে কতটা মূল্য দিচ্ছে সেই প্রশ্ন অন্যদিকে তাদের মাথাপিছু আয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের মাথাপিছু ব্যয়। প্রথম বিষয়টি যেমন কঠিন, পরেরটি বলা যায় ততোটাই সরল। জীবন যাপনের মান যাচাই করা বা মাপার চাইতে জিডিপি মাপা বা দেখা অনেক সহজ। কিন্তু মানুষ কতোটা ভাল আছে বা তারা কি ধরণের অধিকার অর্জন করতে পেরেছে বিশেষ করে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সেটা কোনভাবেই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি বা নিরূপনেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা, যদিও অনেকে সেটাই করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে।

মানব উন্নয়নের অন্তর্নিহিত 'জটিলতা' স্বীকার করে নেয়াটা জরুরি। নইলে মূল প্রশ্ন থেকেই সরে যাওয়া হবে। সেই মৌলিক প্রশ্নের কারণেই ছিল মাহবুব-উল-হকের প্রয়াস যাতে জিডিপির বাইরেও কোন মাপকাঠি দাঁড় করান যায়। কিন্তু তার হাত ধরেই আরো জটিল একটি বিষয় উঠে এসেছে। এই বিষয়টি, আমরা যাকে মানব উন্নয়ন 'অ্যাপ্রোচ' বলি তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের সুবিধার্থে মানব উন্নয়ন সূচকের মত (এইচডিআই) কয়েকটি সরল মাপকাঠি গ্রহণ করতে পারি, যেখানে তিনটি উপাদানের গড় হিসাব করে মানব উন্নয়ন মাপা হবে। কিন্তু ঐ সরলীকৃত মাপকাঠির হিসাব সেরেই ইতি টানলে চলবেনা। একইসাথে এই সরল মাপকাঠি বাতিল করারও কোন প্রয়োজন নাই। শুধু জিডিপি থেকে যা জানা যেত মানব উন্নয়ন সম্বন্ধে তারচাইতে অনেক বেশি জানা যায় এই সূচকের মাধ্যমে, কিন্তু তাই বলে এই সূচক নিয়ে পুরাপুরি সন্তুষ্ট থাকারও কোন কারণ নেই। কারণ মানব জীবনের মান নির্ণয় করা একটি অত্যন্ত জটিল 'অনুশীলন' এবং তা নিশ্চয়ই কোন একটি নম্বর দিয়ে মাপা সম্ভব নয়, তার উপাদানগুলো যতই যত্ন নিয়ে শনাক্ত করা হোক না কেন।

জীবনের মান মাপার জটিলতা স্বীকার করার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। যার জুতো শুধু সেই হয়ত বুঝবে কোথায় খোঁচাটা লাগে কিন্তু সেই জুতো সারাবার ব্যবস্থা করতে হলে আগে জুতোওয়ালাকে অভিযোগ করার সুযোগতো দিতে হবে। মানুষকে বলার অধিকার না দিয়ে সেই জুতোর 'খোঁচা' ঠিক করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন মতপ্রকাশের সুযোগ। জনগণের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ আর তাদের মতামতের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণের প্রয়াস থাকলেই কেবল মাত্র তাদের জীবন মানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যাবে। মানুষের কাছে কোনটা গুরুত্ব রাখে বা তাদের কোন বিষয়টি পীড়া দেয় তা বলবার, মত প্রকাশ করবার সচেতনতা বোধের সাথে আরব বসন্ত বা অন্যান্য গণজাগরণের ঘটনাগুলোর রাজনৈতিক তাৎপর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আলোচনার বিষয় আছে অনেক, বিশেষ করে নীতি নির্ধারকদের সাথে।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে এই আলোচনা করার প্রয়োজন সঠিকভাবে উপলব্ধি করার পাশাপাশি যারা অনুপস্থিত, যারা নিজের কথাটি নিজের মুখে বলতে পারছেনা তাদের প্রয়োজন এবং কল্যাণের দিকটিও খেয়াল রাখতে হবে। তবে মানুষ পরস্পরের কথা ভাবতে পারে। দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক রাজনীতির একটি অংশ হলো সঙ্কুচিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না থেকে আলোচনার পরিধি বাড়ান। তাতে মানুষের প্রয়োজন, তাদের অধিকারের গুরুত্ব বর্তমানের প্রেক্ষিতে এবং ভবিষ্যতের জন্যেও বুঝতে সুবিধা হয়। তার মানে এই নয়, যে এখনকার মানব উন্নয়ন সূচকের সাথে সেই উপাদানগুলো যোগ করতে হবে। সূচকটিতে এখনই অনেক উপাদান অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু মানব উন্নয়ন আলোচনায় ঐ অন্যান্য বিষয়গুলো অবশ্যই থাকতে হবে। জীবন মান সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করতে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনগুলো সেই বিষয়গুলো তুলে আনতে পারে, সে বিষয়ে তথ্যও হাজির করতে পারে।

'মানব উন্নয়ন' প্রেক্ষিত মানব জীবনের বঞ্চনা বা সাফল্য বোঝার মত জটিল অনুশীলনে একটি বড়সড় ইতিবাচক পদক্ষেপ। আলোচনার গুরুত্ব এবং সেখানে প্রকাশিত মতামত যত গ্রহণ করা হবে তার মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তত সাফল্য আসবে। হতে পারি আমরা মানুষেরা অনেকটাই বাদুড়ের মত। যারা শুধু বাইরে থেকে দেখে, ভেতরে না ঢুকেই সমাধান খোঁজেন তাদের কাছে বাদুড়ও যেমন মানুষও তেমন। কিন্তু আমরা আমাদের জীবন নিয়ে কথা বলতে পারি, যা বাদুড়ের ক্ষেত্রে বলা যায়না। মানুষ আর বাদুড়ের কিছু কিছু জায়গায় মিল আছে আবার অমিলও আছে।

কীভাবে দক্ষিণের এতোগুলো দেশ তাদের মানব উন্নয়ন সম্ভাবনার ইতিবাচক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হলো? দেশগুলো জুড়ে উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য তিনটি চালিকা পাওয়া যায়। এগুলো হলো: উন্নয়নে সক্রিয় রাষ্ট্র, বিশ্ব বাজারে প্রবেশ, এবং বলিষ্ঠ সামাজিক নীতি উদ্ভাবন। এই চালিকাগুলো উন্নয়নের কোনো বিমূর্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়নি। বরং দক্ষিণের বিভিন্ন দেশের রূপান্তরমূলক উন্নয়নের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। বস্তুত তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পূর্বানুমিত ও নির্দেশাত্মক পদ্ধতির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। একদিকে তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামষ্টিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনামূলক অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যদিকে তারা ওয়াশিংটন মতৈক্য অনুসারে অবিচল উদারীকরণ থেকে সরে এসেছে।

চিত্র-৪

বেশিরভাগ অঞ্চলেই আয় বৈষম্য বেড়েছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বৈষম্য কমেছে

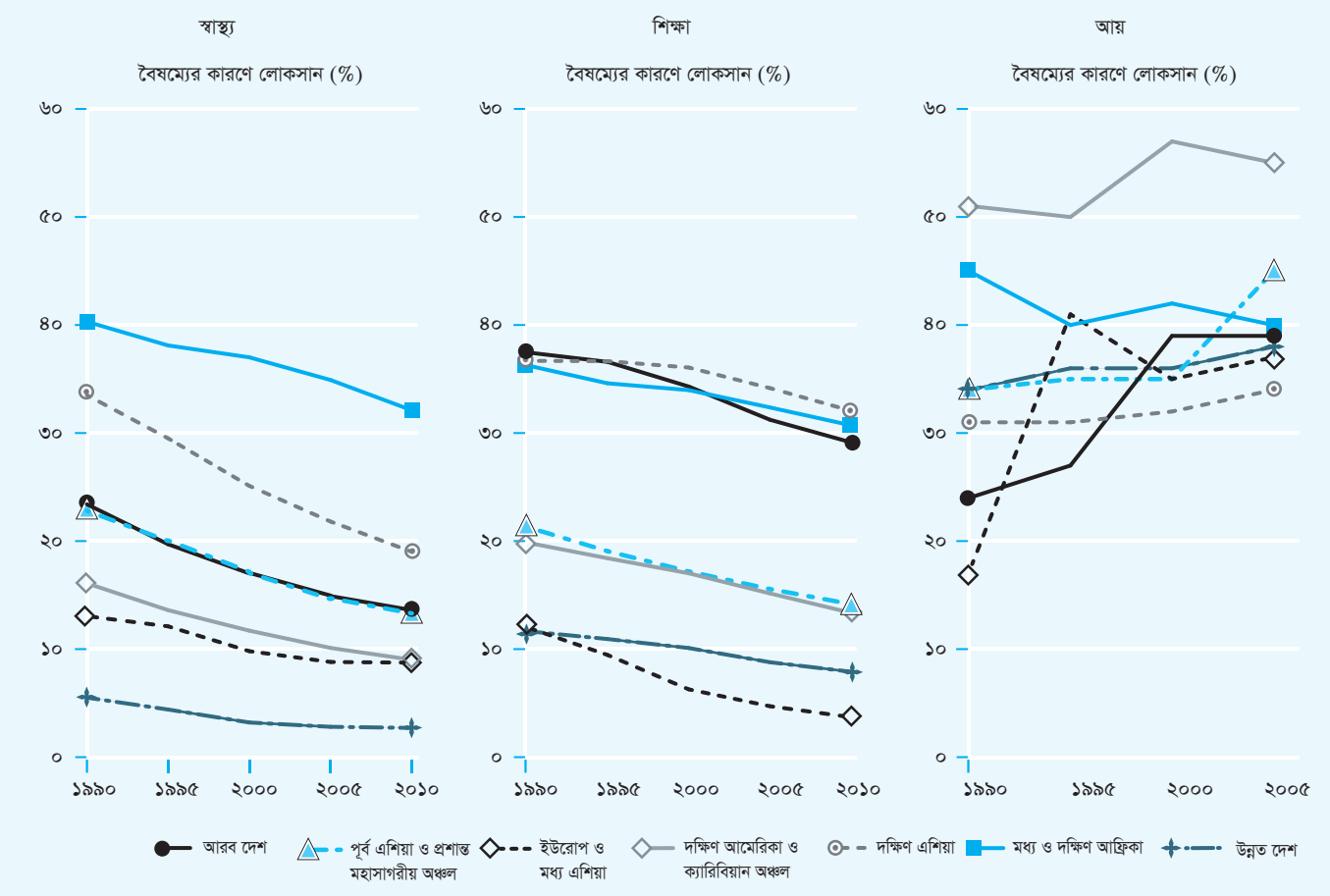

টীকা: জনমিতির সমতা ভিত্তিক প্যানেল অনুসারে ১৮২ দেশে স্বাস্থ্যখাতে বৈষম্য, ১৪৪ দেশে শিক্ষাখাতে বৈষম্য ও ৬৬ দেশে আয় বৈষম্য। মিলানোভিকের (২০১০) আয় বৈষম্যের তথ্য ২০০৫ সাল পর্যন্ত।
সূত্র: ইউএনডিইএসএ-র জীবন সারণি থেকে স্বাস্থ্যের তথ্য, ব্যারো ও লি (২০১০) থেকে শিক্ষার তথ্য এবং মিলানোভিক (২০১০) থেকে আয় বৈষম্যের তথ্য নিয়ে এইচডিআরও কর্তৃক নির্ণীত।

চালিকা-১: সক্রিয় ও উন্নয়নবাদী রাষ্ট্র

একটি শক্তিশালী, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র সরকারি ও বেসরকারি খাত- উভয়ের জন্যই নীতি প্রণয়ন করে থাকে। আর তা করে থাকে দীর্ঘমেয়াদী দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্ব, অংশীদারি মূল্যবোধ ও আচরণ এবং আস্থা ও ঐক্য সৃষ্টিকারী আইন ও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে। রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন দেশকে নিরবচ্ছিন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রয়াস নিতে হয়। যেসব দেশ আয় ও মানব উন্নয়নে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাফল্য পেয়েছে, তারা অবশ্য কোনো একক সরল প্রণালী অনুসরণ করেনি। বিভিন্ন ধরণে চ্যালেঞ্জের মুখে তারা বিভিন্ন রকম বাজার নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি উৎসাহিতকরণ, শিল্প উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি গ্রহণ ও অগ্রগতি করেছে। অগ্রাধিকার নির্ধারণ গণমুখী হওয়া জরুরি। বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকির বিপরীতে জনগণকে সুরক্ষা প্রদান করতে হয়। বাজারের অসম্পূর্ণতায় গড়ে উঠতে সক্ষম নয় এমন শিল্পকে সরকার পরিচর্যা করতে পারে। যদিও এই ধরণের পদক্ষেপের ফলে চাঁদাবাজী ও স্বজনপ্রীতির মত রাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, তারপরও দক্ষিণের বিভিন্ন দেশে সরকারের পরিচর্যায়ই এমন কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশগুলো যখন ক্রমেই উন্মুক্ত হচ্ছিল, তখন রপ্তানির সাফল্যে পরিণত হয়। অথচ এসব শিল্প একসময় অদক্ষ বলে বিবেচিত হতো।

বস্তুত কোনো বড় ও জটিল সমাজব্যবস্থায় যে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির ফলাফল অনিবার্যভাবেই অনিশ্চিত হয়। উন্নয়নকামী রাষ্ট্রগুলোকে তাই বাস্তববাদী হতে হয়, পরীক্ষা করতে হয় বিভিন্ন ধরণের প্রয়াস। যেমন, জনবান্ধব উন্নয়নকামী রাষ্ট্র মৌলিক সামাজিক সেবা সম্প্রসারণ করে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য অন্যান্য গণসেবার মাধ্যমে জনগণের সক্ষমতার ওপর বিনিয়োগ করা প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার আনুষাঙ্গিক নয় ঠিকই, কিন্তু এর সম্পৃক্ত অংশ (চিত্র-৭ ও চিত্র-৮)। গুণগত

বাক্স ২

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দক্ষিণের আগমন ও মানব উন্নয়ন

১৯৯০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ১০৭টি দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় তার মধ্যে প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ দেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মিশে গেছে। তাদের বাণিজ্য-উৎপাদন অনুপাত বেড়েছে, তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে অন্যান্য দেশের সাথে এবং সমপরিমাণ আয়ের অন্য দেশের চেয়ে এই দেশগুলোর বাণিজ্য-উৎপাদন অনুপাত বেশি। এই প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশ পরস্পরের সাথে এবং গোটা বিশ্বের সাথে অনেক বেশি যুক্ত। ইন্টারনেটের ব্যবহার এখানে বিস্ময়কর ভাবে বেড়েছে। ২০০০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধির হার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৩০%-এর বেশি ছিল।

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারী সকল উন্নয়নশীল দেশ মানব উন্নয়ন সূচকে ভাল না করলেও উল্টো চিত্রটি কিন্তু ঘটেছে। অর্থাৎ যাদের সূচক লক্ষ্যণীয় উন্নতি করেছে তারা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ভালভাবে জড়িত (অন্তত ৪৫টি দেশের ক্ষেত্রে কথাটি বলা যায়) হয়েছে গত ২০ বছরে। তাদের বাণিজ্য-উৎপাদন অনুপাত অন্যদের তুলনায়, অর্থাৎ যারা সূচকে মধ্যম মানের সাফল্য অর্জন করেছে তাদের তুলনায়, গড়ে প্রায় ১৩ শতাংশ পয়েন্ট বেশি। উন্নয়নের সাথে সাথে একেকটি দেশের অর্থনীতি মুক্ত হতে থাকে এটা অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণ করছে এবং মানব উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করেছে এমন দেশের মধ্যে শুধু বড় বড় অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশই যে আছে তা নয়, ছোট ছোট স্বল্পোন্নত দেশও আছে। সব মিলিয়ে উন্নয়নশীল দেশের এই নতুন গ্রুপে বহুল প্রচলিত উন্নয়নশীল দেশের গ্রুপ, যেমন ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিকস, কিংবা ইবসা, কিংবা কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মিশর, তুর্কী ও দক্ষিণ আফ্রিকার সিভেটস-এর বাইরে অন্যান্য দেশও স্থান পেয়েছে।

নিচের চিত্রটি সূচকের সাথে সাথে বাণিজ্য-উৎপাদন অনুপাতের পরিবর্তনের ধারা তুলে ধরেছে। এতে দেখানো হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর চার-পঞ্চমাংশই ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাদের উৎপাদন-বাণিজ্য অনুপাতে অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যারা ব্যতিক্রম তাদের মধ্যেও ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও ভেনেজুয়েলা মানব উন্নয়ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এই বড় তিনটি দেশ বিশ্ববাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে রয়েছে যারা অন্তত ৮০টি দেশের সঙ্গে আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য করছে। ছোট দুটি দেশের (মরিশাস ও পানামা) উৎপাদন-বাণিজ্য অনুপাত কমেছে। সমপর্যায়ের আয়ের অন্য দেশগুলোয় বাণিজ্য যে প্রত্যাশিত স্তরে থাকার কথা, এই দুটি দেশের তার চেয়ে বেশি আছে। ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে যেসব দেশের এইচডিআইর অগ্রগতি ঘটেছে এবং উৎপাদন-বাণিজ্য অনুপাত বেড়েছে, সেসসব দেশকে ছবিতে ওপরের অংশে ডানদিকে তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রের নিচের অংশের ডানদিকে যেসব দেশ (কেনিয়া, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ), তাদের উৎপাদন-বাণিজ্য অনুপাত বাড়লেও মানব উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি মন্থর।

দক্ষিণে মানব উন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ

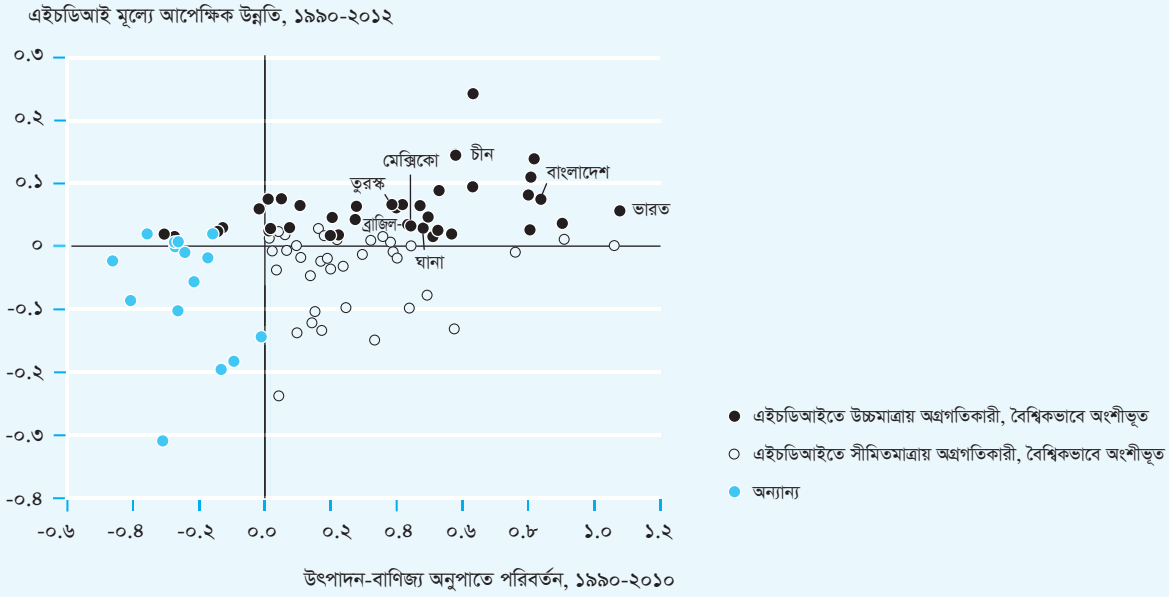

১. দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০ লাখ ডলারের বেশি, ২০১০-১১ সময়কালে।

২. বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের বিপরীতে জিডিপি-বাণিজ্য অনুপাতের রিগ্রেশন করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ণীত।

৩. রডরিক (২০০১) দ্রষ্টব্য।

৪. তুলনামূলক এইচডিআই উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়েছে ১৯৯০ সালে এইচডিআই লগের ওপর ২০১২ ও ১৯৯০ সালের মধ্যে এইচডিআই লগের পরিবর্তন থেকে রিগ্রেশন করে পাওয়া রেসিডুয়ালের ভিত্তিতে। ওপরের বাম দিকে পাঁচটি দেশ ধূসর করা হয়েছে যারা এইচডিআইতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করলেও ১৯৯০ থেকে ২০১০ সময়কালে উৎপাদন-বাণিজ্য অনুপাত খুইয়েছে। যদিও এসব দেশের বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সংখ্যক বাণিজ্য অংশীদার আছে অথবা সমপর্যায়ের মাথাপিছু আয়ের অন্য দেশগুলোয় বাণিজ্য যেখানে থাকার প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল, এদের তার চেয়ে বেশি আছে। উপরের ও নিচের ডানদিকে ধূসরকৃত দেশগুলো ১৯৯০ থেকে ২০১২ সময়কালে এইচডিআইতে মন্থর অগ্রগতি করেছে কিন্তু হয় তাদের উৎপাদন-বাণিজ্য অনুপাত বেড়েছে, অথবা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাণিজ্য অংশীদার বজায় রেখেছে।

সূত্র: এইচডিআরও হিসাব; উৎপাদন-বাণিজ্য অনুপাত বিশ্বব্যাংক (২০১২) থেকে নেওয়া।

কাজের দ্রুত সম্প্রসারণ প্রবৃদ্ধির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা মানব উন্নয়নকে সহায়তা করে।

চালিকা-২: বিশ্ববাজারে প্রবেশ

অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় বিশ্ব বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নতুন শিল্পায়িত সকল দেশই যে কৌশল অবলম্বন করেছে, তা হলো: 'বাকী দুনিয়া যা জানে তা আমদানি করা আর বাকী দুনিয়া যা চায় তা রপ্তানি করা।' কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এসব বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার শর্তগুলো। মানুষের পেছনে বিনিয়োগ না করে বিশ্ববাজার থেকে প্রাপ্তির সম্ভাবনা সীমিত। হঠাৎ করে উন্মুক্ত করে দিয়ে নয়, বরং ধাপে ধাপে ও ক্রমান্বয়ে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই অধিক সাফল্য আসে। আর এটি হতে হয় জাতীয় পরিস্থিতির আলোকে এবং জনগণ, প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর ওপর বিনিয়োগ করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশগুলো সাফল্যের সঙ্গে মানানসই পণ্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি হয়েছে বিদ্যমান সক্ষমতা বা নতুন পণ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বছরের পর বছর রাষ্ট্রীয় সমর্থনের মাধ্যমে।

চালিকা-৩: সংকল্পবদ্ধ সামাজিক নীতি উদ্ভাবন

কিছু কিছু দেশ শুধুমাত্র অবকাঠামোতে নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় বা জনবিনিয়োগ না করেও দ্রুততর প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছে। তবে লক্ষ্য হওয়া উচিত নৈতিকভাবে সমর্থ একটি কাঠামো তৈরি করা যেখানে প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক নীতি পরস্পরকে রসদ জোগাতে পারে। যেসব দেশে আয় বৈষম্য কম সেসব দেশেই দারিদ্র্য নিরসনে প্রবৃদ্ধি অধিক কার্যকর হতে পারে। সাম্যসাধনকে বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে সমতাকে উৎসাহিত করলে তা সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনে সহায়ক হয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক সুরক্ষা, আইনী ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সংগঠন- এসব কিছু গরীব মানুষকে প্রবৃদ্ধির অংশীদার করতে পারে। প্রবৃদ্ধি কতটুকু আয় বিস্তার করছে তা নির্ধারণে খাতওয়ারী ভারসাম্য, বিশেষত পল্লীখাতে মনোযোগ, এবং কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের গতি-প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই মৌলিক নীতি হাতিয়ার দিয়েও নাগরিক অধিকারহীন গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ঘটানো সম্ভব নাও হতে পারে। সমাজের প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতামত জানাবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনসেবার কতখানি প্রকৃতপক্ষেই প্রান্তজনের কাছে যাচ্ছে তা নিয়ে সরকার সবসময় মাথা ঘামায় না। সামাজিক নীতিতে তাই অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বৈষম্যহীনতা ও সমঅধিকার চর্চা রাজনৈতিক ও সামাজিক

চিত্র-৫

১৯৮০-২০১১ সময়কালে বিশ্ব বাণিজ্যে দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্য তিনগুণ হয়েছে যেখানে উত্তর-উত্তর বাণিজ্য কমেছে।

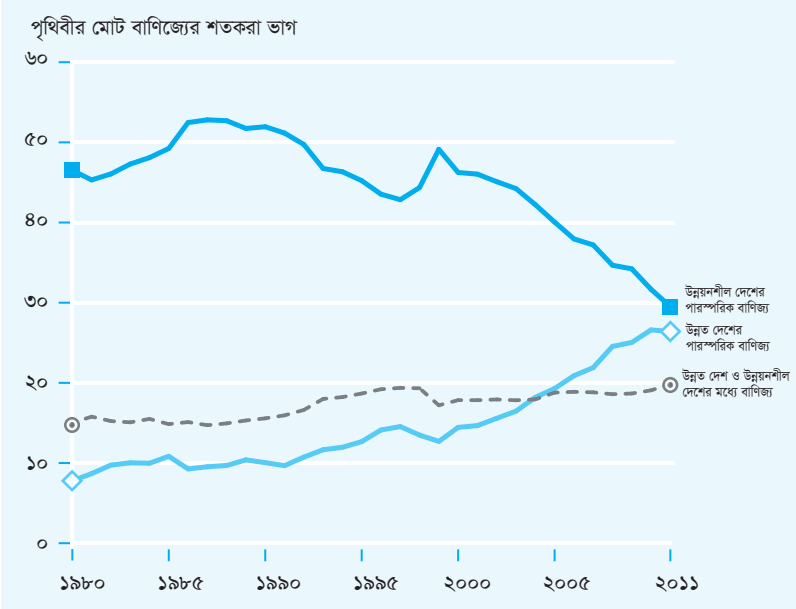

টীকা: ১৯৮০ সালে উত্তর বলতে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপকে বোঝান হয়েছে।
সূত্র: ইউএনএসডি-র (২০১২) ভিত্তিতে এইচডিআরও-র হিসেব।

চিত্র-৬

কিছু দেশ এইচডিআইর আয়-বহির্ভূত ও আয় - উভয় ক্ষেত্রেই ভাল করেছে

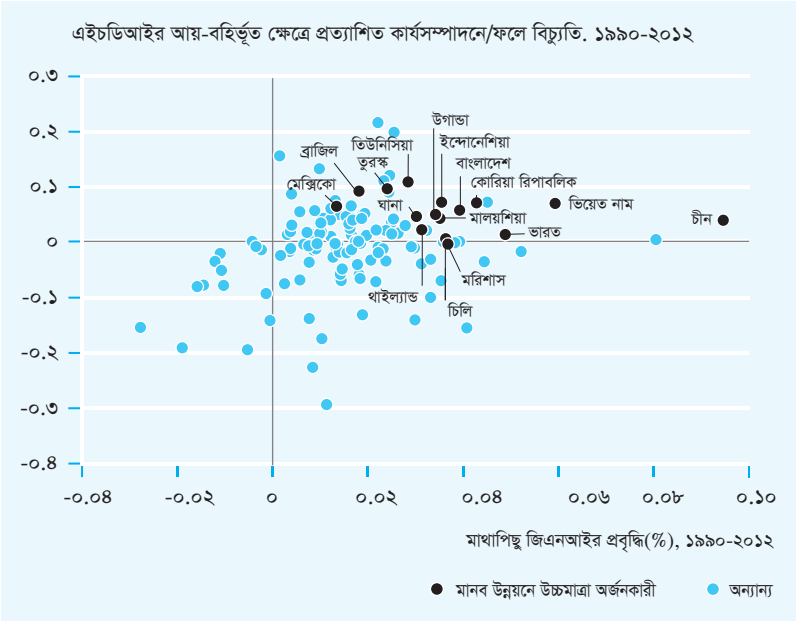

টীকা: ৯৬টি দেশের ভারসাম্যকৃত প্যানেলের ভিত্তিতে। চিহ্নিত দেশগুলো মানব উন্নয়নের উচ্চ অর্জনকারী অঞ্চলের প্রতিনিধি নমুনা।
বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায়ে।
সূত্র: ইএচডিআরও হিসাব।

চিত্র-৭

বর্তমানে এইচডিআই মূল্য ও আগের জনব্যয় ইতিবাচকভাবে সহসম্পর্কযুক্ত...

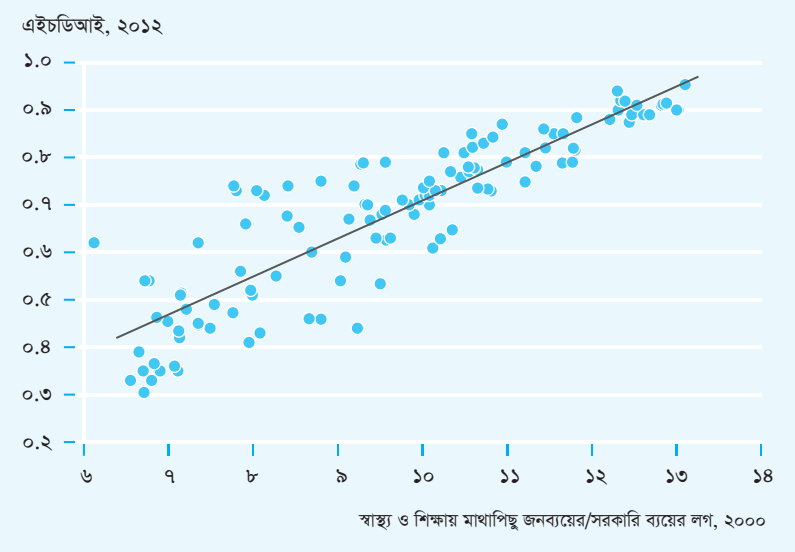

সূত্র: বিশ্বব্যাংকের (২০১২এ) ভিত্তিতে এইচডিআরও হিসাব

চিত্র-৮

...যেমন বর্তমান শিশু বেঁচে থাকা ও স্বাস্থ্যের ওপর আগের জনব্যয়

সূত্র: বিশ্বব্যাংকের (২০১২এ) ভিত্তিতে এইচডিআরও হিসাব

স্থিতিশীলতার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান ও শিক্ষিত শ্রমশক্তি গঠন করা প্রয়োজন, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করে। এ জাতীয় সকল সেবাই যে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিতে হবে, তা নয়। তবে রাষ্ট্রকেই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সে তার সকল নাগরিকের জন্য মানব উন্নয়নের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারছে।

মানব উন্নয়নকে সহায়তাকারী উন্নয়ন রূপান্তরের বিষয়টি তাই বহুমুখী। মৌলিক সেবা প্রাপ্তি সার্বজনীন হলে এটি জনগণের সম্পদ বাড়ায়। এটি রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম উন্নততর করে সুষম প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে যেখানে সুবিধাগুলো ব্যাপক-বিস্তৃত হয়। এটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও সামাজিক গতিশীলতায় আমলাতান্ত্রিক ও সামাজিক বাধাগুলো কমিয়ে আনে। এটি নেতৃত্বকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনে।

গতিময়তা টিকিয়ে রাখা

দক্ষিণের বহুদেশ ব্যাপক সাফল্য প্রদর্শন করেছে। তবে উচ্চ সাফল্য লাভকারী দেশগুলোতেও ভবিষ্যতের সাফল্য নিশ্চিত নয়। কিভাবে দক্ষিণের দেশগুলো তাদের এই সাফল্য ধরে রাখতে পারে এবং কিভাবে এই অগ্রগতি অন্য দেশগুলিতে সম্প্রসারিত করা যায়? এই প্রতিবেদনে এ বিষয়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে: সমতা বৃদ্ধি, অংশগ্রহণ ও মতপ্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশগত চাপ মোকাবিলা এবং জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা।

সমতা বৃদ্ধি

নারী-পুরুষে ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সমতা বিধানসহ বৃহত্তর সমতা শুধু মূল্যবানই নয়, বরং মানব উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। এই সমতা বিধানের কাজে অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হলো শিক্ষা যা মানুষের আত্ম-বিশ্বাস জোরদার করে ও ভাল কাজ পেতে সহায়তা করে, তাদেরকে গণবিতর্কে সম্পৃক্ত এবং স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য অধিকার আদায়ে দাবিতে সক্রিয় করে।

শিক্ষা একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও আয়ুস্কালের উপরও প্রভাব ফেলে (বাক্স-২)। এই প্রতিবেদনের গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে শিশুর বেঁচে থাকার জন্য পরিবারে উপার্জন বা সম্পদের চেয়ে মায়ের শিক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে শিক্ষার প্রভাব প্রাথমিকভাবে সীমিত, সেখানে নীতি হস্তক্ষেপ বেশি প্রয়োজন। এটা তাই পরিবারের আয়-উপার্জন বাড়ানোর নীতির বদলে বরং মেয়েদের শিক্ষার মান উন্নয়নের পদক্ষেপে বেশি জোর দেওয়ার নীতি গ্রহণকেই উৎসাহিত করে।

বাক্স ৩

মাইকেল ব্লুমবার্গ, মেয়র, নিউ ইয়র্ক সিটি

নিউ ইয়র্ক সিটি দারিদ্র্য-বিমোচন পরামর্শের জন্য কেন দক্ষিণের দ্বারস্থ হলো?

নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমরা আমাদের নাগরিকদের জীবনকে আরেকটু ভাল করবার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আমাদের স্কুলগুলিতেও লেখাপড়ার মান উন্নততর করতে সদা তৎপর। আমরা ধূমপান ও স্থূলতা (obesity) হ্রাস করার মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক বাসীদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি নিশ্চিত করেছি। আমরা সাইকেলের জন্য পৃথক লেন তৈরি করে এবং অজস্র গাছ লাগিয়ে শহরের ভূচিত্রকে করেছি আরো দৃষ্টিনন্দন।

আমরা দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিভিন্ন নতুন এবং উৎকৃষ্টতর উপায় খুঁজে বের করেছি, আর তরুণদের জন্য তৈরি করেছি আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই প্রয়াসকে নেতৃত্ব দেবার জন্য আমরা একটি "অর্থনৈতিক সুযোগ কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করেছি। এই কেন্দ্রের লক্ষ্য হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানে বিবিধ উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্যের চক্রকে ভাঙার কৌশল নির্ধারণ করা।

বিগত ছয় বছরে এই কেন্দ্র থেকে নগর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা এবং প্রায় ১০০টিরও বেশি সমাজভিত্তিক সংস্থার (community-based organization) সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে ৫০টির উপর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এখান থেকে প্রতিটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য মূল্যায়ন কৌশল বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কার্যক্রমগুলির কার্যকারিতা তদারকি করা যায়, তাদের ফলাফলগুলিকে তুলনা করে দেখা যায় যে কোন কৌশলগুলি দারিদ্র্য হ্রাসে এবং সুযোগ বৃদ্ধিতে বেশি সফল হচ্ছে। সফল কার্যক্রমগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নতুনভাবে সরকারি ও বেসরকারি তহবিল বরাদ্দ করা হয়। যে কার্যক্রমগুলি সফল হয়না, সেগুলি বন্ধ করে তার জন্য বরাদ্দ সম্পদকে নতুন কৌশল তৈরিতে পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। এই কেন্দ্রের কাজ থেকে লব্ধ ফলাফল বিতরণ করা হয় নগর প্রশাসনের সব অঙ্গসংস্থা, নীতিনির্ধারক, অন্যান্য অলাভজনক সংস্থা যারা আমাদের পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন, বেসরকারি দাতাগোষ্ঠী, সারা দেশে আমাদের সহকর্মীবৃন্দ, এবং সারা বিশ্বে যারা দারিদ্র্যের এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাদের সবার মধ্যে।

নিউ ইয়র্ক খুবই ভাগ্যবান, কারণ আমাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই কর্মরত রয়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে মেধাবী মানুষদের কয়েকজন। কিন্তু আমরা এও উপলব্ধি করি অন্যান্য স্থানে যে বিভিন্ন কর্মসূচী গড়ে উঠেছে, সেগুলি থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। ঠিক এ কারণেই কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভে কেন্দ্রটি থেকে বিভিন্ন আশাব্যাঞ্জক দারিদ্র্য-বিমোচন কৌশলের উপর একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্পাদন করা হয়।

২০০৭ সালে এই কেন্দ্র থেকে "সম্ভাবনার NYC: পরিবারের জন্য পুরস্কার" (Opportunity NYC: Family Rewards) শীর্ষক যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি কার্যক্রম চালু করা হয় যার লক্ষ্য শর্তসাপেক্ষে অর্থ স্থানান্তর করা। পৃথিবীর ২০টিরও বেশি দেশে এই ধরণের কার্যক্রম চালু আছে। "পরিবারের জন্য পুরস্কার" কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবারগুলিকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা নেয়া, শিক্ষাগ্রহণ এবং চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের দিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা হয়। এই কার্যক্রমটি নির্মাণ করতে আমরা ব্রাজিল, মেক্সিকোর মত ডজনখানেক দেশ থেকে শিক্ষা নিয়েছি। যখন আমাদের তিন বছরের পরীক্ষামূলক পর্যায়টি শেষ হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে কার্যক্রমের কোন উপাদানগুলি নিউ ইয়র্কের জন্য কাজে এসেছে, আর কোনগুলি কাজে আসেনি; এই তথ্যটি এখন বিশ্বে নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকা অন্যান্য কর্মসূচীর জন্য কার্যকরী হবে।

"সম্ভাবনার NYC: পরিবারের জন্য পুরস্কার" কার্যক্রমটি চালু করবার আগে আমি মেক্সিকোর তলুকাতে তাদের রাষ্ট্র-পরিচালিত শর্তসাপেক্ষে অর্থ-স্থানান্তর কার্যক্রম "অপর্চুনিদাদেস", যা সফলভাবে চলছে, সেটি পরিদর্শনে যাই। আমরা জাতিসংঘের নিমন্ত্রণে উত্তর ও দক্ষিণের একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানেও অংশ নিই। লাতিন আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুরস্কের শর্তসাপেক্ষে অর্থ-স্থানান্তর কার্যক্রমগুলির অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমরা রকেফেলার ফাউন্ডেশন, বিশ্ব ব্যাংক, দি অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেট্স, এবং অন্যান্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিই।

আমাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিময় শুধুমাত্র এই অর্থ স্থানান্তরের উদ্যোগেই সীমাবদ্ধ নয়; আমরা নগরের পরিবহন ব্যবস্থা, নতুন ধরণের শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং অন্যান্য কার্যক্রমের উদ্ভাবনী দিক সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করি।

শুভবুদ্ধির উপর কারুর একাধিপত্য থাকতে পারে না, এবং সে কারণে নিউ ইয়র্ক অন্যান্য নগরের এবং দেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে গৃহীত সেরা পদ্ধতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ অব্যাহত রাখবে। আমরা যেমনি আমাদের শহরে নতুন নতুন কার্যক্রম অভিযোজন ও মূল্যায়ন করছি, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নেয়া শিক্ষার বিনিময়ে তাদের কাজেও দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার আনয়নে ভূমিকা রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এই প্রতিবেদনে নীতি অভিলাষের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ত্বরান্বিত অগ্রগতির চিত্র দেখায় যে নিম্ন এইচডিআইর দেশগুলো উচ্চ ও অতি উচ্চ এইচডিআইর দেশগুলোর সমপর্যায়ের মানব উন্নয়নের দিকে ধাবিত হতে পারে। ২০৫০ সাল নাগাদ সাব-সাহারান আফ্রিকার সমন্বিত এইচডিআই ৫২% (০.৪০২ থেকে ০.৬২১) এবং দক্ষিণ এশিয়ার সমন্বিত এইচডিআই ৩৫% (০.৫২৭ থেকে ০.৭৪১) বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে যথাযথ নীতি গ্রহণ করা হলে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিপরীতে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য অনেক বড় মূল্য গুণতে হবে, বিশেষ করে অধিকতর নাজুক নিম্ন এইচডিআইর দেশগুলোকে। যেমন, অভিলাষী সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়ন করা না গেলে তা ভবিষ্যত প্রজন্মের মানব উন্নয়নের বহু অপরিহার্য স্তম্ভকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

অংশগ্রহণ ও বক্তব্য জোরদারকরণ

যেসব ঘটনা ও প্রক্রিয়া মানুষের জীবন গঠনে ভূমিকা রাখে, সেসবে যদি তারা অর্থবহভাবে অংশ নিতে না পারে, তাহলে জাতীয় মানব উন্নয়নের পথ কাঙ্ক্ষিত বা টেকসই কোনোটাই হবে না। জনগণের তাই নীতিপ্রণয়ন ও ফলাফলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বিশেষ করে তরুণদেরকে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সুযোগ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার বিষয়ে সামনে দেখতে হবে।

বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশেই অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। কেননা, জনগণ এখন তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে চায় ও জননীতি প্রনয়ণেও অংশ নিতে চায়। বিশেষ করে মৌলিক সামাজিক সূচকগুলোর ক্ষেত্রে। সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিবাদকারীদের মধ্যে তরুণরাই

এই প্রতিবেদনে নীতি অভিলাষের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে

চিত্র-৯

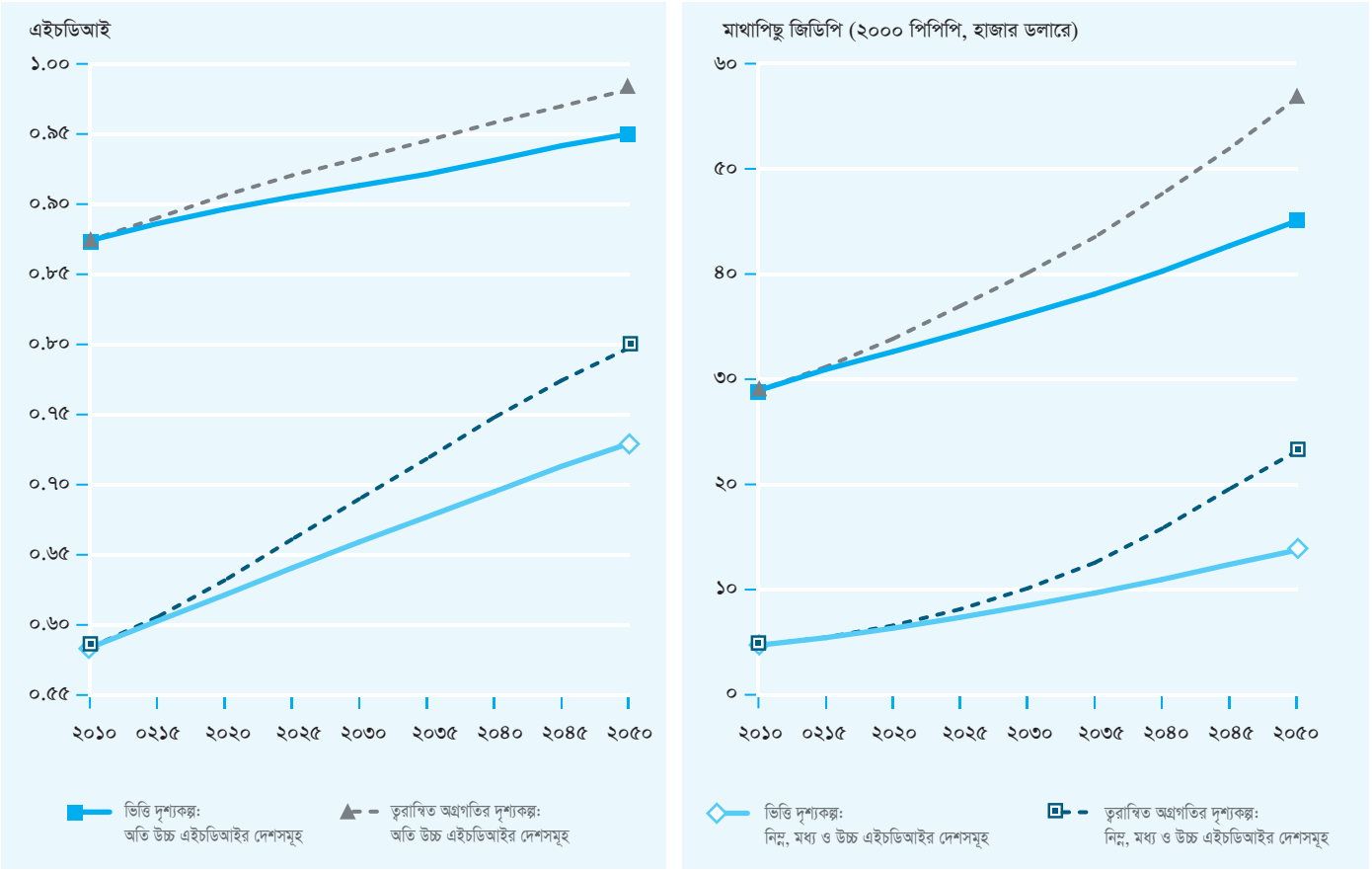

মানব উন্নয়নের প্রেক্ষিতে নিষ্ক্রিয়তার মূল্য তুলনামূলকভাবে নিম্ন এইচডিআইর দেশগুলোতে বেশি। তবে মাথাপিছু জিডিপি বিবেচনায় নিলে সব পর্যায়ের এইচডিআইভুক্ত দেশগুলোয় নিষ্ক্রিয়তার প্রভাব মোটামুটি সমান।

সূত্র: এইচডিআরও হিসাব প্রাডি সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ফিউচার্সের (২০১৩) ভিত্তিতে।

বেশি। শিক্ষিত তরুণদের কাজের ঘাটতি ও সীমিত কর্মসংস্থানের প্রতিক্রিয়ায় তারা প্রতিবাদী। ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন সময়ে নির্লিপ্ত সরকারের বিরুদ্ধে গণ বিদ্রোহের চিত্র আছে। অস্থিরতা চলতে থাকলে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় এবং কর্তৃত্ববাদী সরকার আইন-শৃখলা রক্ষায় অধিকহারে সম্পদ স্থানান্তর করে। এর ফলে মানব উন্নয়ন যাত্রার বিচ্যুতি ঘটে।

সমাজ কখন সহনশীলতার শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে তা আগে থেকে অনুমান করা কঠিন। যখন অর্থনৈতিক সুযোগের সম্ভাবনা এতটাই বিবর্ণ হয়ে যায় যে তার চাইতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়াটাই বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন অগ্নুৎপাতের মত ব্যাপক প্রতিবাদ ঘটতে পারে, এবং তা পরিচালিত হয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দ্বারা। এধরণের "রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, যার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক উদ্যম" তা তখন সহজেই নতুন ধরণের গণ যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে সমন্বিত হয়।

পরিবেশগত সংকটের মোকাবিলা

জলবায়ু পরিবর্তন, বন ধ্বংস, বাতাস ও পানি দুষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিবেশগত হুমকি সকলকে আক্রান্ত করলেও তা গরীব দেশ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। জলবায়ুর পরিবর্তন ইতিমধ্যে অব্যাহত পরিবেশগত হুমকিতে রূপ নিয়েছে। প্রতিবেশগত ক্ষয় বিশেষত গরীব মানুষের জীবিকার সুযোগ-সুবিধায় বাধা তৈরি করে। যদিও নিম্ন এইচডিআইর দেশগুলো বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে কম ভূমিকা রাখছে, তবু তারাই এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর তা হচ্ছে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ব্যাপক ওঠানামায় যা কি না কৃষি উৎপাদন ও জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এসব ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে এটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় মানুষের সহনক্ষমতা বাড়াতে জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাক্স ৪

রিপাবলিব অফ কোরিয়া ও ভারতের জনমিতিক ভবিষ্যত ভিন্ন হবার কারন

কোরিয়ার শিক্ষার হার দ্রুত বেড়েছে। ১৯৫০-এর দশকে অনেক শিশুই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পায়নি। আজকে অবশ্য কোরীয় নারী পৃথিবীর সবচাইতে শিক্ষিত নারীদের অন্যতম। তাদের অর্ধেকের বেশি স্নাতক পাশ। ফলে ভবিষ্যতের কোরীয় প্রবীণ আজকের প্রবীণদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। শিক্ষার সাথে যেহেতু স্বাস্থ্য মান সরাসরি জড়িত, সেহেতু বলা যায় ভবিষ্যতের কোরীয় প্রবীনদের স্বাস্থ্যও এখনকার চাইতে ভাল হবে।

স্কুলে ভর্তি হবার হার এখনকার মত থাকলে ১৪ বছরের নিচে জনসংখ্যার অনুপাত যেটা ২০১০-এ ছিল ১৬% তা ২০৫০ নাগাদ ১৩%-এ নেমে আসবে। শিক্ষিত মানুষের হারও বদলে যাবে। উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ২৬% থেকে ৪৭% হয়ে যাবে।

ভারতের জন্যে চিত্রটি একদম আলাদা। ২০০০ সালের আগেও তাদের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে অর্ধেক কখনো স্কুলে যাবার সুযোগ পেতোনা। সাম্প্রতিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা লক্ষ্যণীয় হারে বাড়লেও (এটা নিঃসন্দেহে ভারতের উন্নয়নের মূল চালিকাগুলোর একটি) ভারতে অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের হার কমবে অনেক ধীরে। ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ার পেছনে শিক্ষার অভাব, বিশেষত ভারতীয় নারীদের শিক্ষার অভাবকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা এতটাই বাড়বে বলে প্রাক্কলিত যে চীনকে

ছাড়িয়ে ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়ে যাবে। এমনকি কোরিয়ার মত শিক্ষা সম্প্রসারণ হলেও ভারত অনেক পিছিয়ে থাকবে। সে হিসাবে ২০৫০ সালেও ভারতীয়দের শিক্ষার হারে চরম বৈষম্য থেকে যাবে। অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়, বিশেষ করে প্রবীণদের সংখ্যা খুব একটা কম হবেনা। তবে উচ্চতর শিক্ষার প্রসারের জন্যে ভারতে শিক্ষিত শ্রমিকের বিশাল জোগান থাকবে।

রিপাবলিক অফ কোরিয়া ও ভারতের জনসংখ্যা ও শিক্ষার তুলনামূলক ভবিষ্যৎ

রিপাবলিক অফ কোরিয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তির স্থির হার

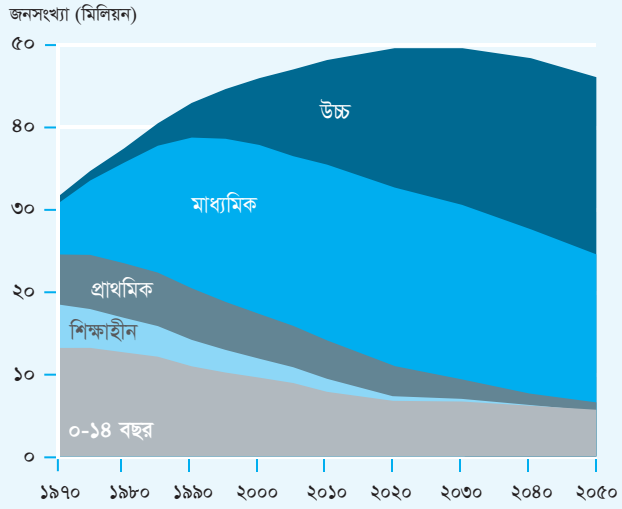

ভারত, দ্রুত ধারার দৃশ্যকল্প

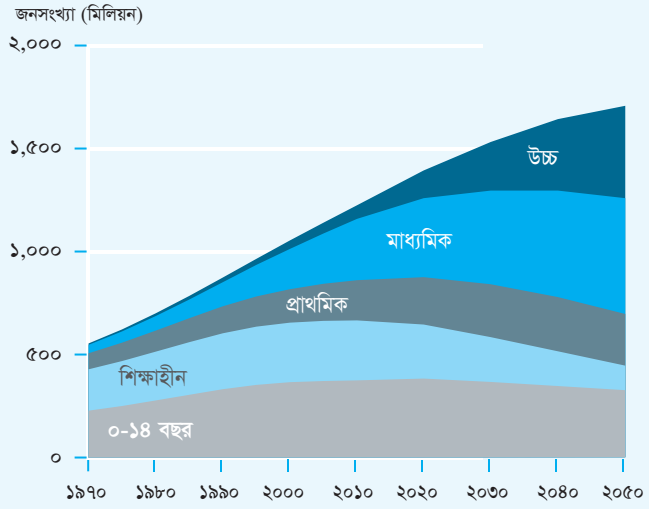

সূত্র: লুট্জ এবং কেসি ২০১৩।

এ সংকট মোকাবিলায় নিষ্ক্রিয় থাকার জন্যও অনেক মূল্য দিতে হবে। যতো দেরি হবে, ততো ব্যয় বাড়বে। টেকসই অর্থনীতি ও সমাজ নিশ্চিত করতে হলে মানব উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের সঙ্গে মিল রেখে নতুন নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। এর মধ্যে আছে নিম্ন-নি:স্বরণ, জলবায়ু সহনক্ষম কৌশল ও উদ্ভাবনমূলক সরকারি-বেসরকারি অর্থায়ন।

জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৯৭০ সালের ৩৬০ কোটি থেকে ২০১১ সালে ৭০০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের জনগোষ্ঠী আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসবে। উন্নয়নের সম্ভাবনা জনসংখ্যার বয়স কাঠামো ও আয়তন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখন ক্রমেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে নির্ভরশীলতা অনুপাত। এটি নির্ণীত হয় অল্পবয়সী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাকে ১৫-৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে।

কিছু কিছু দরিদ্র দেশ জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ (demographic dividend) দ্বারা লাভবান হবে। কেননা, তাদের কর্মশক্তিতে যুক্ত হওয়ার মতো জনসংখ্যা বাড়ছে। তবে এর সুফল আসতে পারে শক্তিশালী নীতি-পদক্ষেপের মাধ্যমে। যেমন, মেয়েদের শিক্ষা হতে পারে জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। শিক্ষিত নারীর সন্তানের স্বাস্থ্যবান ও তুলনামূলকভাবে সুশিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। আবার অনেক দেশেই শিক্ষিত নারীরা অশিক্ষিত নারীদের তুলনায় উচ্চতর বেতন সুবিধা পেয়ে থাকে।

কিছু আন্তঃসরকারি প্রক্রিয়া দক্ষিণের বৃহত্তর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুষ্ট হতে পারে যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও মানব সম্পদ বয়ে আনবে

দক্ষিণের ধনী অংশগুলো অবশ্য একটি ভিন্ন ধরণের সমস্যায় পড়বে। কেননা, তাদের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মক্ষম অংশ কমে যাচ্ছে। তাই জনসংখ্যার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবেই দেখতে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বয়স্করা যদি এখনো দরিদ্র থেকে যায়, তাহলে তাদের প্রয়োজন মেটাতে দেশগুলোকে বেগ পেতে হবে। অনেক উন্নয়নশীল দেশের এখন জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশের সুবিধা নেওয়ার সীমিত সুযোগ আছে।

তবে জনতাত্ত্বিক প্রবণতা পূর্বনির্ধারিত নয় বরং পরোক্ষভাবে হলেও কিছুটা পরিবর্তন করা যায়। আর তা করা যায় শিক্ষা নীতির মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে ২০১০-২০৫০ সময়কালের দুই ধরণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একটি হলো ভিত্তিপর্যায়ের চিত্র যেখানে ভর্তির হার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে স্থির ধরা হয়েছে। অপরটি হলো দ্রুততর পর্যায়ের চিত্র যেখানে শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তরে নিম্নতর পর্যায়ে থাকা দেশগুলো উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। নিম্ন এইচডিআই পর্যায়ভুক্ত দেশগুলোতে দ্রুততর পর্যায়ের চিত্রে দেখা যায় যে তাদের জনগোষ্ঠীর নির্ভরতার অনুপাত হ্রাসের হার ভিত্তি পর্যায়ের চিত্রের তুলনায় দ্বিগুণ। মধ্য ও উচ্চ এইচডিআই পর্যায়ভুক্ত দেশগুলো তাদের বয়স্ক জনগোষ্ঠীতে উত্তরণ কম জটিল করার জন্য উচ্চাভিলাষী শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তাদের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেড়ে যাওয়ার প্রক্ষেপিত মাত্রা কমিয়ে আনতে পারে।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন শিক্ষা অর্জনের স্তর বাড়ানো ও উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ সম্প্রসারণ। আর তা করা যেতে পারে কর্মসংস্থান হ্রাস, শ্রম উৎপাদনশীলতা উৎসাহিতকরণ এবং নারী ও বয়স্কদের মধ্যে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে।

নতুন যুগে অংশীদারিত্ব ও সুশাসন

দক্ষিণের দেশগুলির মধ্যে নতুন ধরণের বিন্যাস থেকে যে একাধিকত্বের উন্মেষ ঘটেছে তা এখন অর্থায়ন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কার্যরত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলোর সনাতনী বহুমাত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। আর তা হয়েছে বিকল্প আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কাঠামোর মাধ্যমে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনো পরোক্ষভাবে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সুশাসন এখন এই নতুন বিন্যাস ও পুরানো কাঠামোর এক বহুমাত্রিক সংমিশ্রণে পরিণত হয়েছে যার জন্য প্রয়োজন বহুমুখী পরিচর্যা। তাই অবশ্যই আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালী সহযোগিতার মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার সম্পাদিত হতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর ক্ষমতা দিতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার পরিধি অন্যান্য দেশ এবং অন্যান্য অংশীদারদের কাছে আরো বিস্তৃত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সুশাসনের জন্য বর্তমানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালা যে বৈশ্বিক ব্যবস্থার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তা আর সমসাময়িক বাস্তবতার সঙ্গে যাচ্ছে না। যেমন, এসব প্রতিষ্ঠানে দক্ষিণের তেমন কোন প্রতিনিধি নেই। টিকে থাকতে হলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতাপূর্ণ হতে হবে। বস্তুত কিছু আন্তঃসরকারি প্রক্রিয়া দক্ষিণের বৃহত্তর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুষ্ট হতে পারে যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও মানব সম্পদ বয়ে আনবে।

এতো সব কিছুর মধ্যে সরকারগুলো অবশ্য জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিষয়ে অতি কঠোর হওয়ার পরিণতি শেষ পর্যন্ত এমন হতে পারে যা কারুর জন্যই সুফল বয়ে আনবেনা। বরং দায়িত্বশীল সার্বভৌমত্ব হতে পারে অধিকতর ভাল কৌশল যেখানে দেশগুলো ন্যায্য, বিধিভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নিয়োজিত হতে পারে, যা কি না আবার বৈশ্বিক কল্যাণ বাড়াবে। রাষ্ট্র তার নাগরিকের মানব অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, কেননা তা দায়িত্বশীল সার্বভৌমত্বের মধ্যেই পড়ে। এই মতবাদ অনুসারে, সার্বভৌমত্বকে শুধু অধিকার হিসেবে নয়, বরং দায়িত্বশীলতা হিসেবেও দেখা হয়।

পরিবর্তনশীল এই বিশ্ব জনপণ্যের (public goods) সংস্থানের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বয়ে এনেছে। বাণিজ্য, অভিবাসন ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ জরুরি সহযোগিতা ও মনোযোগ দাবি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনপণ্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরবরাহ করা যেতে পারে যা কি না বৃহত্তর বহুপক্ষীয় ফোরামে মেরুকরণের ফলে সৃষ্ট মন্থরতা এড়াতে সহায়তা করবে। অবশ্য ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সহযোগিতার কিছু অসুবিধাও আছে। আর তাই 'সুসঙ্গত একাধিকত্ব' (coherent pluralism) নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জটি রয়ে যাচ্ছে যেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু সদস্য রাষ্ট্রের কাছে নয়, বরং বৈশ্বিক নাগরিক সমাজের সামনেও জবাবদিহিতায় আনা যেতে পারে। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো ইতিমধ্যে সহায়তা, ঋণ, মানবাধিকার, স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক স্বচ্ছতা ও বিধিবদ্ধতাকে প্রভাবিত করেছে। নাগরিক সমাজ নতুন মাধ্যম ও নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির সহযোগিতাও নিতে পারে। তারপরও নাগরিক

সমাজে সংগঠনগুলো তাদের বৈধতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত রূপ নিতে পারে। এসব সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক শাসন প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ বৈধতা নির্ভর করবে নাগরিক সমাজ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতার ওপর।

উপসংহার: নতুন যুগের অংশীদারেরা

মানব উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে কিভাবে উৎপাদনশীল ও টেকসই করা যায়, তা ইতিমধ্যে দক্ষিণের অনেক দেশই দেখিয়ে দিয়েছে। তবে তারা এই পথের মাত্র খানিকটা এগিয়েছে। আগামী বছরগুলোর জন্য এই প্রতিবেদনে পাঁচটি বড় উপসংহার টানা হয়েছে:

দক্ষিণের অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান অবশ্যই মানব উন্নয়নের প্রতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে

মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ শুধু নৈতিক প্রেক্ষিতেই যুক্তিযুক্ত নয়, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণের উন্নয়ন একটি অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক ও গতিশীল বিশ্ব অর্থনীতিতে সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দরিদ্রদের লক্ষ্য করে করা উচিত যেন তারা বাজার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে ও জীবিকার সুযোগ বাড়াতে পারে। দারিদ্র্য এমন একধরণের অবিচার যা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম দ্বারা প্রতিবিধান করা যায় ও করা উচিত।

সুনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তির সক্ষমতা নয়, বরং সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর ব্যাপকভাবে মনোযোগ দিতে হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যক্তির কার্যক্রম তার উন্নয়ন সম্ভাবনা বাড়াতে বা সীমিত করতে পারে। যেসব সামাজিক আচার মানুষের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়, সেসব আচার পরিবর্তনে (যেমন, বাল্য বিবাহ বা যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান) নীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্যক্তির বাড়তি সুযোগ তৈরি হতে পারে যা তাকে পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলো দক্ষিণের উদীয়মান দেশগুলোর সাফল্য থেকে শিক্ষা নিতে ও লাভবান হতে পারে

দক্ষিণে এবং উত্তরে আর্থিক মজুদ ও সার্বভৌম সম্পদের অভূতপূর্ব সঞ্চয়ন ব্যাপকভিত্তিক অগ্রগতি সুযোগ তৈরি করেছে। এই বিপুল পরিমাণ সম্পদের অল্প কিছু অংশ মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত করেই বড় সুফল পাওয়া সম্ভব। একই সময়ে দক্ষিণ-দক্ষিণ বিনিয়োগ ও বাণিজ্য নতুন বিদেশি বাজার নতুনভাবে সম্প্রসারিত করতে পারে। এটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে (value chain) অর্থাৎ পণ্য-সেবা উৎপাদন থেকে যোগান দেওয়া পর্যন্ত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে উন্নয়নের সুযোগও বাড়িয়ে দেবে।

দক্ষিণ-দক্ষিণ অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে জোরাল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পণ্য উৎপাদন সক্ষমতা অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ ও অঞ্চলগুলোয় স্থানান্তরের ভিত্তি সূচনা করতে পারে। সম্প্রতি চীন ও ভারতের যৌথ বিনিয়োগ এবং আফ্রিকায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগ অধিক সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক শক্তির প্রাথমিক পর্ব হিসেবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক উৎপাদন সম্পৃক্ততা দেশগুলোকে অধিকতর সূক্ষ্ম উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের দিকে ধাবিত করবে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

নতুন প্রতিষ্ঠান ও নতুন অংশীদারি আঞ্চলিক সম্পৃক্ততা ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সম্পর্ককে সহজতর করতে পারে

নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারিত্ব দেশগুলোর মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ে সহায়ক হয়। এটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং দক্ষিণজুড়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় ত্বরান্বিতকরণে নতুন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে হতে পারে। একটি পদক্ষেপ হতে পারে সাউথ কমিশন গঠন যা দক্ষিণের বৈচিত্র্য কিভাবে সংহতির শক্তি হতে পারে সে বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করবে।

দক্ষিণের ও নাগরিক সমাজের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব প্রধান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে

দক্ষিণের উত্থান বিশ্বমঞ্চে কথা বলার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে। এটা এমন কিছু প্রতিষ্ঠান গঠনের সুযোগ তৈরি করেছে যেখানে সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং যা এই বৈচিত্র্যকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রয়োজন যেখানে দক্ষিণের অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জি-২০ জোটের উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু ব্রেটন উডস ইন্সটিটিউশনসমূহ, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় দক্ষিণের দেশগুলোর আরও অধিক ও সমতামূলক প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন।

জাতীয় ও বহুজাতিক উভয় ধরণের সক্রিয় নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন ন্যায়পরায়ণ ও

বৈশ্বিক আর্থিক মজুদের কিছু অংশ মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত করেই বড় সুফল পাওয়া সম্ভব

ন্যায্য শাসনের জন্য তাদের ভাষ্য ছড়িয়ে দিতে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে। এই আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং তাদের মূল বার্তা ও দাবিগুলিকে তুলে ধরবার বর্ধিষ্ণু সুযোগ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা গ্রহণের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আরও সাধারণভাবে বললে, একটি অধিকতর ন্যায্য ও কম বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বের জন্য বিভিন্ন পক্ষের কথা শোনা ও সার্বজনীন আলোচনা প্রয়োজন।

দক্ষিণের উত্থান সার্বজনীন পণ্যের বৃহত্তর জোগান সৃষ্টির নতুন সুযোগ তৈরি করেছে

একটি টেকসই বিশ্বে বৈশ্বিক সার্বজনীন পণ্যের বৃহত্তর যোগান প্রয়োজন। বৈশ্বিক বিষয়গুলো এখন বাড়ছে ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এগুলোর মধ্যে আছে: জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক অস্থিতিশীলতা থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ। এগুলোর জন্য প্রয়োজন বৈশ্বিক সাড়া। তারপরও অনেক ক্ষেত্রেই বৈশ্বিক সহযোগিতা খুব ধীর এবং কোনো কোনো সময় বিপজ্জনকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত। দক্ষিণের উত্থান বৈশ্বিক সার্বজনীন পণ্যের অধিকতর অর্থবহ ব্যবহারের সুযোগ এবং আজকের অনেক আটকে থাকা বিষয়ের তালা খোলার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

‘সার্বজনীনতা’ ও ‘ব্যক্তিগততা’ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো সার্বজনীন পণ্যের সহজাত বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তা সামাজিক গঠনের দ্বারা নির্ধারিত। আর তাই তা সমাজে কী ধরণের নীতিনির্ধারিত হচ্ছে তার উপরেও নির্ভরশীল। যখন জাতীয় পর্যায়ে ঘাটতি দেখা দেয়, তখন জাতীয় সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু যখন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়, তখন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন আর তা হতে পারে কেবল অনেকগুলো সরকারের স্বেচ্ছামূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে। বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে কোনটা সার্বজনীন বা গণ আর কোনটা ব্যক্তিপর্যায়ের, তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী, নিবেদিত ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব।

দক্ষিণের উত্থান বৈশ্বিক সার্বজনীন পণ্যের অধিকতর অর্থবহ ব্যবহারের সুযোগ এবং আজকের অনেক আটকে থাকা বিষয়ের তালা খোলার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে

* * *

এই ২০১৩ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রেক্ষিত উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযোগ পরিচালনা করা এবং বেড়ে চলা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার করার জন্য নীতিনির্ধারক ও নাগরিকদের জন্য একটি পথরেখাও তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে বিশ্বের শক্তি, কণ্ঠ ও সম্পদের গতিময়তা পরিবর্তিত হচ্ছে, এতে সে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। একুশ শতকের বাস্তবতায় এই পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নতুন নীতি ও প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে কিভাবে অধিকতর সমতা, টেকসইকরণ ও সামাজিক সম্পৃক্ততা মানব উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে পারে। মানব উন্নয়নে অগ্রগতির জন্য জাতীয় ও বৈশ্বিক উভয় পর্যায়ে কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন। বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও উদ্ভাবন যেন বৈশ্বিক সার্বজনীন পণ্যসমূহের (পাবলিক গুড্স) জোগান ও সুরক্ষা দেওয়া যায়। জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। সবার জন্য একইরকম পদক্ষেপ- এই প্রয়োগবিদ্যা নীতি বাস্তবসম্মত নয়, নয় অর্থবহ। কেননা, জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত, সংস্কৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে বৈচিত্র্য আছে। এতদসত্ত্বেও সামাজিক সংশ্লিষ্টতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি, এবং বাণিজ্য সম্পৃক্ততা উন্মুক্তকরণের মতো সুদূরপ্রসারী নীতিগুলো টেকসই ও সুষম মানব উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

২০১২ তে এইচডিআই সূচকে অবস্থান এবং ২০১১ থেকে ২০১২ তে অবস্থানের পরিবর্তন

আফগানিস্তান	১৭৫	
আলবেনিয়া	৭০	-১
আলজেরিয়া	৯৩	-১
আন্ডোরা	৩৩	-১
অ্যাঙ্গোলা	১৪৮	
অ্যান্টিগা এবং বারবুডা	৬৭	-১
আর্জেন্টিনা	৪৫	-১
আরমেনিয়া	৮৭	-১
অস্ট্রেলিয়া	২	
অস্ট্রিয়া	১৮	
আজারবাইজান	৮২	-১
বাহামাস্	৪৯	
বাহরাইন	৪৮	
বাংলাদেশ	১৪৬	১
বারবেডোজ	৩৮	
বেলারুজ	৫০	১
বেলজিয়াম	১৭	
বেলিজ	৯৬	
বেনিন	১৬৬	
ভুটান	১৪০	১
বলিভিয়া বহুজাতিক রাষ্ট্র	১০৮	
বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা	৮১	-১
বোটসোয়ানা	১১৯	-১
ব্রাজিল	৮৫	
ব্রুনেই দারুস্সালাম	৩০	
বুলগেরিয়া	৫৭	
বুরকিনা ফাসো	১৮৩	
বুরুন্ডি	১৭৮	-১
ক্যাম্বোডিয়া	১৩৮	
ক্যামেরুন	১৫০	
কানাডা	১১	-১
কেপ ভেরডে	১৩২	-১
মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিক	১৮০	-১
চ্যাড	১৮৪	
চিলি	৪০	
চীন	১০১	
কলোম্বিয়া	৯১	
কমোরস	১৬৯	-১
কঙ্গো	১৪২	
কঙ্গো গণতান্ত্রিক রিপাবলিক	১৮৬	
কোস্টা রিকা	৬২	
আইভোরি কোস্ট	১৬৮	১
ক্রোয়েশিয়া	৪৭	-১
কিউবা	৫৯	
সাইপ্রাস	৩১	
চেক রিপাবলিক	২৮	
ডেনমার্ক	১৫	
জিবুতি	১৬৪	
ডমিনিকা	৭২	
ডমিনিকান রিপাবলিক	৯৬	২
একুয়াদোর	৮৯	
মিশর	১১২	
এল সালভাদোর	১০৭	-১
একুয়াটোরিয়াল গিনি	১৩৬	
ইরিত্রিয়া	১৮১	১
এস্তোনিয়া	৩৩	১
ইথিয়োপিয়া	১৭৩	-১
ফিজি	৯৬	২
ফিনল্যান্ড	২১	
ফ্রান্স	২০	
গ্যাবন	১০৬	
গাম্বিয়া	১৬৫	
জর্জিয়া	৭২	৩
জার্মানি	৫	
ঘানা	১৩৫	
গ্রীস	২৯	
গ্রেনাডা	৬৩	-১
গুয়াতেমালা	১৩৩	
গিনি	১৭৮	-১
গিনি-বিসাও	১৭৬	
গায়ানা	১১৮	১
হাইতি	১৬১	১
হন্ডুরাস	১২০	
হংকং, চীন (বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল)	১৩	১
হাঙ্গেরি	৩৭	
আইসল্যান্ড	১৩	
ভারত	১৩৬	
ইন্দোনেশিয়া	১২১	৩
ইরান, ইসলামিক রিপাবলিক	৭৬	-২
ইরাক	১৩১	১
আয়ারল্যান্ড	৭	
ইসরাইল	১৬	
ইতালী	২৫	
জামাইকা	৮৫	-২
জাপান	১০	
জর্ডান	১০০	
কাজাখ্স্তান	৬৯	-১
কেনিয়া	১৪৫	
কিরিবাতি	১২১	
কোরিয়া, রিপাবলিক	১২	
কুয়েত	৫৪	-১
কিরগিস্তান	১২৫	
লাওস	১৩৮	
লাতভিয়া	৪৪	১
লেবানন	৭২	
লেসোথো	১৫৮	১
লাইবেরিয়া	১৭৪	
লিবিয়া	৬৪	২৩
লিখটেন্স্টাইন	২৪	
লিথুয়ানিয়া	৪১	২
লুক্সেমবোর্গ	২৬	
মাদাগাস্কার	১৫১	
মালাউয়ি	১৭০	১
মালয়শিয়া	৬৪	১
মালদ্বীপ	১০৪	-১
মালি	১৮২	-১
মাল্টা	৩২	১
মৌরিতানিয়া	১৫৫	
মরিশাস	৮০	-১
মেক্সিকো	৬১	
মাইক্রোনেশিয়া, ফেডারেটেড রাষ্ট্র	১১৭	
মলডোভা, রিপাবলিক	১১৩	
মঙ্গোলিয়া	১০৮	২
মন্টেনিগ্রো	৫২	-২
মরক্কো	১৩০	
মোজাম্বিক	১৮৫	
মায়ানমার	১৪৯	
নামিবিয়া	১২৮	
নেপাল	১৫৭	
নেদারল্যান্ডস	৪	
নিউ জিল্যান্ড	৬	
নিকারাগুয়া	১২৯	
নাইজের	১৮৬	১
নাইজেরিয়া	১৫৩	১
নরওয়ে	১	
ওমান	৮৪	-১
পাকিস্তান	১৪৬	
পালাউ	৫২	২
ফিলিস্তিন	১১০	১
পানামা	৫৯	১
পাপুয়া নিউ গিনি	১৫৬	
প্যারাগুয়ে	১১১	-২
পেরু	৭৭	-১
ফিলিপাইন	১১৪	
পোল্যান্ড	৩৯	
পর্তুগাল	৪৩	-৩
কাতার	৩৬	
রুমানিয়া	৫৬	-১
রাশিয়ান ফেডারেশন	৫৫	
রুয়ান্ডা	১৬৭	
সেইন্ট কিট্স অ্যান্ড নেভিস	৭২	-১
সেইন্ট লুসিয়া	৮৮	
সেইন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইন্স	৮৩	-২
সামোয়া	৯৬	
সাও টোম অ্যান্ড প্রিন্সিপে	১৪৪	
সৌদি আরব	৫৭	
সেনেগাল	১৫৪	-২
সার্বিয়া	৬৪	
সেশেল্স	৪৬	
সিয়েরা লিয়োন	১৭৭	২
সিঙ্গাপুর	১৮	
স্লোভাকিয়া	৩৫	
স্লোভেনিয়া	২১	
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	১৪৩	
দক্ষিণ আফ্রিকা	১২১	১
স্পেন	২৩	
শ্রীলঙ্কা	৯২	
সুদান	১৭১	-১
সুরিনাম	১০৫	
সোয়াজিল্যান্ড	১৪১	-১
সুইডেন	৭	
সুইটজারল্যান্ড	৯	
সিরিয়ান আরব রিপাবলিক	১১৬	
তাজিকিস্তান	১২৫	১
তানজানিয়া, ইউনাইটেড রিপালিক	১৫২	১
থাইল্যান্ড	১০৩	১
ম্যাসেডোনিয়া, প্রাক্তন যুগোস্লাভ রিপাবলিক	৭৮	-২
তিমুর-লেস্টে	১৩৪	
টোগো	১৫৯	১
টংগা	৯৫	
ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো	৬৭	-১
তিউনিশিয়া	৯৪	
তুরস্ক	৯০	
তুর্কমেনিস্তান	১০২	
উগান্ডা	১৬১	
ইউক্রেন	৭৮	
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৪১	-১
যুক্তরাজ্য	২৬	
যুক্তরাষ্ট্র	৩	-১
উরুগুয়ে	৫১	
উজবেকিস্তান	১১৪	১
ভানুয়াটু	১২৪	-২
ভেনেজুয়েলা, বলিভেরিয়ান রিপাবলিক	৭১	-১
ভিয়েতনাম	১২৭	
ইয়েমেন	১৬০	-২
জাম্বিয়া	১৬৩	
জিম্বাবুয়ে	১৭২	১

টীকা: ২০১১ থেকে ২০১২ তে একেকটি দেশের অবস্থানে কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে তা ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক সংখ্যামান এবং তীরচিহ্নের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। এই অবস্থান নির্ধারণে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে কোন সংখ্যামান বা চিহ্ন নেই, সেই দেশের অবস্থানে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

মানব উন্নয়ন সূচকসমূহ

এইচডিআই অবস্থান		মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-নিয়ন্ত্রিত এইচডিআই		লিঙ্গ বৈষম্য সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক	
		মূল্য	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	বছর
অত্যন্ত উন্নতমানের মানব উন্নয়ন								
১.	নরওয়ে	০.৯৫৫	০.৮৯৪	১	০.০৬৫	৫	..	
২.	অস্ট্রেলিয়া	০.৯৩৮	০.৮৬৪	২	০.১১৫	১৭	..	
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	০.৯৩৭	০.৮২১	১৬	০.২৫৬	৪২	..	
৪.	নেদারল্যান্ডস	০.৯২১	০.৮৫৭	৪	০.০৪৫	১	..	
৫.	জার্মানি	০.৯২০	০.৮৫৬	৫	০.০৭৫	৬	..	
৬.	নিউ জিল্যান্ড	০.৯১৯	..	..	০.১৬৪	৩১	..	
৭.	আয়ারল্যান্ড	০.৯১৬	০.৮৫০	৬	০.১২১	১৯	..	
৭.	সুইডেন	০.৯১৬	০.৮৫৯	৩	০.০৫৫	২	..	
৯.	সুইটজারল্যান্ড	০.৯১৩	০.৮৪৯	৭	০.০৫৭	৩	..	
১০.	জাপান	০.৯১২	..	..	০.১৩১	২১	..	
১১.	কানাডা	০.৯১১	০.৮৩২	১৩	০.১১৯	১৮	..	
১২.	কোরিয়া, রিপাবলিক	০.৯০৯	০.৭৫৮	২৮	০.১৫৩	২৭	..	
১৩.	হংকং, চীন (বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল)	০.৯০৬	..	..	..	..	..	
১৩.	আইসল্যান্ড	০.৯০৬	০.৮৪৮	৮	০.০৮৯	১০	..	
১৫.	ডেনমার্ক	০.৯০১	০.৮৪৫	৯	০.০৫৭	৩	..	
১৬.	ইজরাইল	০.৯০০	০.৭৯০	২১	০.১৪৪	২৫	..	
১৭.	বেলজিয়াম	০.৮৯৭	০.৮২৫	১৫	০.০৯৮	১২	..	
১৮.	অস্ট্রিয়া	০.৮৯৫	০.৮৩৭	১২	০.১০২	১৪	..	
১৮.	সিঙ্গাপুর	০.৮৯৫	..	..	০.১০১	১৩	..	
২০.	ফ্রান্স	০.৮৯৩	০.৮১২	১৮	০.০৮৩	৯	..	
২১.	ফিনল্যান্ড	০.৮৯২	০.৮৩৯	১১	০.০৭৫	৬	..	
২১.	স্লোভেনিয়া	০.৮৯২	০.৮৪০	১০	০.০৮০	৮	০.০০০	২০০৩
২৩.	স্পেন	০.৮৮৫	০.৭৯৬	২০	০.১০৩	১৫	..	
২৪.	লিখটেন্‌স্টাইন	০.৮৮৩	..	..	..	..	..	
২৫.	ইতালী	০.৮৮১	০.৭৭৬	২৪	০.০৯৪	১১	..	
২৬.	লুক্সেমবোর্গ	০.৮৭৫	০.৮১৩	১৭	০.১৪৯	২৬	..	
২৬.	যুক্তরাজ্য	০.৮৭৫	০.৮০২	১৯	০.২০৫	৩৪	..	
২৮.	চেক রিপাবলিক	০.৮৭৩	০.৮২৬	১৪	০.১২২	২০	০.০১০	২০০২/২০০৩
২৯.	গ্রীস	০.৮৬০	০.৭৬০	২৭	০.১৩৬	২৩	..	
৩০.	ব্রুনেই দারুস্‌সালাম	০.৮৫৫	..	..	..	..	..	
৩১.	সাইপ্রাস	০.৮৪৮	০.৭৫১	২৯	০.১৩৪	২২	..	
৩২.	মালটা	০.৮৪৭	০.৭৭৮	২৩	০.২৩৬	৩৯	..	
৩৩.	আন্ডোরা	০.৮৪৬	..	..	..	..	..	
৩৩.	এস্টোনিয়া	০.৮৪৬	০.৭৭০	২৫	০.১৫৮	২৯	০.০২৬	২০০৩
৩৫.	স্লোভাকিয়া	০.৮৪০	০.৭৮৮	২২	০.১৭১	৩২	০.০০০	২০০৩
৩৬.	কাতার	০.৮৩৪	..	..	০.৫৪৬	১১৭	..	
৩৭.	হাঙ্গেরি	০.৮৩১	০.৭৬৯	২৬	০.২৫৬	৪২	০.০১৬	২০০৩
৩৮.	বারবেডোজ	০.৮২৫	..	..	০.৩৪৩	৬১	..	
৩৯.	পোল্যান্ড	০.৮২১	০.৭৪০	৩০	০.১৪০	২৪	..	
৪০.	চিলি	০.৮১৯	০.৬৬৪	৪১	০.৩৬০	৬৬	..	
৪১.	লিথুয়ানিয়া	০.৮১৮	০.৭২৭	৩৩	০.১৫৭	২৮	..	
৪১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	০.৮১৮	..	..	০.২৪১	৪০	০.০০২	২০০৩
৪৩.	পর্তুগাল	০.৮১৬	০.৭২৯	৩২	০.১১৪	১৬	..	
৪৪.	লাতভিয়া	০.৮১৪	০.৭২৬	৩৫	০.২১৬	৩৬	০.০০৬	২০০৩
৪৫.	আর্জেন্টিনা	০.৮১১	০.৬৫৩	৪৩	০.৩৮০	৭১	০.০১১	২০০৫
৪৬.	সেশেল্‌স	০.৮০৬	..	..	..	..	..	
৪৭.	ক্রোয়েশিয়া	০.৮০৫	০.৬৮৩	৩৯	০.১৭৯	৩৩	০.০১৬	২০০৩
উন্নত মানব উন্নয়ন								
৪৮.	বাহরাইন	০.৭৯৬	..	..	০.২৫৮	৪৫	..	
৪৯.	বাহামাস্	০.৭৯৪	..	..	০.৩১৬	৫৩	..	
৫০.	বেলারুজ	০.৭৯৩	০.৭২৭	৩৩	..	..	০.০০০	২০০৫
৫১.	উরুগুয়ে	০৭৯২	০.৬৬২	৪২	০.৩৬৭	৬৯	০.০০৬	২০০২/২০০৩
৫২.	মন্টেনিগ্রো	০.৭৯১	০.৭৩৩	৩১	..	..	০.০০৬	২০০৫/২০০৬
৫২.	পালাউ	০.৭৯১	..	..	..	..	..	
৫৪.	কুয়েত	০.৭৯০	..	..	০.২৭৪	৪৭	..	
৫৫.	রাশিয়ান ফেডারেশন	০.৭৮৮	..	..	০.৩১২	৫১	০.০০৫	২০০৩
৫৬.	রুমানিয়া	০.৭৮৬	০.৬৮৭	৩৮	০.৩২৭	৫৫	..	
৫৭.	বুলগেরিয়া	০.৭৮২	০.৭০৪	৩৬	০.২১৯	৩৮	..	
৫৭.	সৌদি আরব	০.৭৮২	..	..	০.৬৮২	১৪৫	..	
৫৯.	কিউবা	০.৭৮০	..	..	০.৩৫৬	৬৩	..	
৫৯.	পানামা	০.৭৮০	০.৫৮৮	৫৭	০.৫০৩	১০৮	..	
৬১.	মেক্সিকো	০.৭৭৫	০.৫৯৩	৫৫	০.৩৮২	৭২	০.০১৫	২০০৬

এইচডিআই অবস্থান		মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-নিয়ন্ত্রিত এইচডিআই		লিঙ্গ বৈষম্য সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক	
		মূল্য	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	বছর
৬২.	কোস্টা রিকা	০.৭৭৩	০.৬০৬	৫৪	০.৩৪৬	৬২	..	
৬৩.	গ্রেনাডা	০.৭৭০	..	..	..	..	..	
৬৪.	লিবিয়া	০.৭৬৯	..	..	০.২১৬	৩৬	..	
৬৪.	মালয়শিয়া	০.৭৬৯	..	..	০.২৫৬	৪২	..	
৬৪.	সার্বিয়া	০.৭৬৯	০.৬৯৬	৩৭	..	..	০.০০৩	২০০৫/২০০৬
৬৭.	অ্যান্টিগা এবং বারবুডা	০.৭৬০	..	..	..	..	..	
৬৭.	ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো	০.৭৬০	০.৬৪৪	৪৯	০.৩১১	৫০	০.০২০	২০০৬
৬৯.	কাজাখ্স্তান	০.৭৫৪	০.৬৫২	৪৪	০.৩১২	৫১	০.০০২	২০০৬
৭০.	আলবেনিয়া	০.৭৪৯	০.৬৪৫	৪৮	০.২৫১	৪১	০.০০৫	২০০৮/২০০৯
৭১.	ভেনেজুয়েলা, বলিভেরিয়ান রিপাবলিক	০.৭৪৮	০.৫৪৯	৬৬	০.৪৬৬	৯৩	..	
৭২.	ডমিনিকা	০.৭৪৫	..	..	..	..	..	
৭২.	জর্জিয়া	০.৭৪৫	০.৬৩১	৫১	০.৪৩৮	৮১	০.০০৩	২০০৫
৭২.	লেবানন	০.৭৪৫	০.৫৭৫	৫৯	০.৪৩৩	৭৮	..	
৭২.	সেইন্ট কিট্স অ্যান্ড নেভিস	০.৭৪৫	..	..	..	..	..	
৭৬.	ইরান, ইসলামিক রিপাবলিক	০.৭৪২	..	..	০.৪৯৬	১০৭	..	
৭৭.	পেরু	০.৭৪১	০.৫৬১	৬২	০.৩৮৭	৭৩	০.০৬৬	২০০৮
৭৮.	ম্যাসেডোনিয়া, প্রাক্তন যুগোস্লাভ রিপাবলিক	০.৭৪০	০.৬৩১	৫১	০.১৬২	৩০	০.০০৮	২০০৫
৭৮.	ইউক্রেন	০.৭৪০	০.৬৭২	৪০	০.৩৩৮	৫৭	০.০০৮	২০০৭
৮০.	মরিশাস	০.৭৩৭	০.৬৩৯	৫০	০.৩৭৭	৭০	..	
৮১.	বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা	০.৭৩৫	০.৬৫০	৪৫	..	..	০.০০৩	২০০৬
৮২.	আজারবাইজান	০.৭৩৪	০.৬৫০	৪৫	০.৩২৩	৫৪	০.০২১	২০০৬
৮৩.	সেইন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইন্স	০.৭৩৩	..	..	..	..	..	
৮৪.	ওমান	০.৭৩১	..	..	০.৩৪০	৫৯	..	
৮৫.	ব্রাজিল	০.৭৩০	০.৫৩১	৭০	০.৪৪৭	৮৫	০.০১১	২০০৬
৮৫.	জামাইকা	০.৭৩০	০.৫৯১	৫৬	০.৪৫৮	৮৭	..	
৮৭.	আরমেনিয়া	০.৭২৯	০.৬৪৯	৪৭	০.৩৪০	৫৯	০.০০১	২০১০
৮৮.	সেইন্ট লুসিয়া	০.৭২৫	..	..	..	..	..	
৮৯.	একুয়াদোর	০.৭২৪	০.৫৩৭	৬৯	০.৪৪২	৮৩	০.০০৯	২০০৩
৯০.	তুরস্ক	০.৭২২	০.৫৬০	৬৩	০.৩৬৬	৬৮	০.০২৮	২০০৩
৯১.	কলোম্বিয়া	০.৭১৯	০.৫১৯	৭৪	০.৪৫৯	৮৮	০.০২২	২০১০
৯২.	শ্রীলঙ্কা	০.৭১৫	০.৬০৭	৫৩	০.৪০২	৭৫	০.০২১	২০০৩
৯৩.	আলজেরিয়া	০.৭১৩	..	..	০.৩৯১	৭৪	..	
৯৪.	তিউনিশিয়া	০.৭১২	..	..	০.২৬১	৪৬	০.০১০	২০০৩
মধ্যমমানের মানব উন্নয়ন								
৯৫.	টংগা	০.৭১০	..	..	০.৪৬২	৯০	..	
৯৬.	বেলিজ	০.৭০২	..	..	০.৪৩৫	৭৯	০.০২৪	২০০৬
৯৬.	ডমিনিকান রিপাবলিক	০.৭০২	০.৫১০	৮০	০.৫০৮	১০৯	০.০১৮	২০০৭
৯৬.	ফিজি	০.৭০২	..	..	..	..	..	
৯৬.	সামোয়া	০.৭০২	..	..	..	..	..	
১০০.	জর্ডান	০.৭০০	০.৫৬৮	৬০	০.৪৮২	৯৯	০.০০৮	২০০৯
১০১.	চীন	০.৬৯৯	০.৫৪৩	৬৭	০.২১৩	৩৫	০.০৫৬	২০০২
১০২.	তুর্কমেনিস্তান	০.৬৯৮	..	..	..	..	..	
১০৩.	থাইল্যান্ড	০.৬৯০	০.৫৪৩	৬৭	০.৩৬০	৬৬	০.০০৬	২০০৫/২০০৬
১০৪.	মালদ্বীপ	০.৬৮৮	০.৫১৫	৭৬	০.৩৫৭	৬৪	০.০১৮	২০০৯
১০৫.	সুরিনাম	০.৬৮৪	০.৫২৬	৭২	০.৪৬৭	৯৪	০.০৩৯	২০০৬
১০৬.	গ্যাবন	০.৬৮৩	০.৫৫০	৬৫	০.৪৯২	১০৫	..	
১০৭.	এল সালভাদোর	০.৬৮০	০.৪৯৯	৮৩	০.৪৪১	৮২	..	
১০৮.	বলিভিয়া বহুজাতিক রাষ্ট্র	০.৬৭৫	০.৪৪৪	৮৫	০.৪৭৪	৯৭	০.০৮৯	২০০৮
১০৮.	মঙ্গোলিয়া	০.৬৭৫	০.৫৬৮	৬০	০.৩২৮	৫৬	০.০৬৫	২০০৫
১১০.	ফিলিস্তিন	০.৬৭০	..	..	..	..	০.০০৫	২০০৬/২০০৭
১১১.	প্যারাগুয়ে	০.৬৬৯	..	..	০.৪৭২	৯৫	০.০৬৪	২০০২/২০০৩
১১২.	মিশর	০.৬৬২	০.৫০৩	৮২	০.৫৯০	১২৬	০.০২৪	২০০৮
১১৩.	মলডোভা, রিপাবলিক	০.৬৬০	০.৫৮৪	৫৮	০.৩০৩	৪৯	০.০০৭	২০০৫
১১৪.	ফিলিপাইন	০.৬৫৪	০.৫২৪	৭৩	০.৪১৮	৭৭	০.০৬৪	২০০৮
১১৪.	উজবেকিস্তান	০.৬৫৪	০.৫৫১	৬৪	..	..	০.০০৮	২০০৬
১১৬.	সিরিয়ান আরব রিপাবলিক	০.৬৪৮	০.৫১৫	৭৬	০.৫৫১	১১৮	০.০২১	২০০৬
১১৭.	মাইক্রোনেশিয়া, ফেডারেটেড রাষ্ট্র	০.৬৪৫	..	..	..	..	..	
১১৮.	গায়ানা	০.৬৩৬	০.৫১৪	৭৮	০.৪৯০	১০৪	০.০৩০	২০০৯
১১৯.	বোটসোয়ানা	০.৬৩৪	..	..	০.৪৮৫	১০২	..	
১২০.	হন্ডুরাস	০.৬৩২	০.৪৫৮	৮৪	০.৪৮৩	১০০	০.১৫৯	২০০৫/২০০৬
১২১.	ইন্দোনেশিয়া	০.৬২৯	০.৫১৪	৭৮	০.৪৯৪	১০৬	০.০৯৫	২০০৭
১২১.	কিরিবাতি	০.৬২৯	..	..	..	..	..	
১২১.	দক্ষিণ আফ্রিকা	০.৬২৯	..	..	০.৪৬২	৯০	০.০৫৭	২০০৮

এইচডিআই অবস্থান	মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-নিয়ন্ত্রিত এইচডিআই		লিঙ্গ বৈষম্য সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক	
	মূল্য	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	বছর
১২৪. ভানুয়াটু	০.৬২৬	..	..	..	..	০.১২৯	২০০৭
১২৫. কিরগিস্তান	০.৬২২	০.৫১৬	৭৫	০.৩৫৭	৬৪	০.০১৯	২০০৫/২০০৬
১২৫. তাজিকিস্তান	০.৬২২	০.৫০৭	৮১	০.৩৩৮	৫৭	০.০৬৮	২০০৫
১২৭. ভিয়েতনাম	০.৬১৭	০.৫৩১	৭০	০.২৯৯	৪৮	০.০১৭	২০১০/২০১১
১২৮. নামিবিয়া	০.৬০৮	০.৩৪৪	১০১	০.৪৫৫	৮৬	০.১৮৭	২০০৬/২০০৭
১২৯. নিকারাগুয়া	০.৫৯৯	০.৪৩৪	৮৬	০.৪৬১	৮৯	০.১২৮	২০০৬/২০০৭
১৩০. মরক্কো	০.৫৯১	০.৪১৫	৮৮	০.৪৪৪	৮৪	০.০৪৮	২০০৭
১৩১. ইরাক	০.৫৯০	..	..	০.৫৫৭	১২০	০.০৫৯	২০০৬
১৩২. কেপ ভেরডে	০.৫৮৬	..	..	..	..	..	
১৩৩. গুয়াতেমালা	০.৫৮১	০.৩৮৯	৯২	০.৫৩৯	১১৪	০.১২৭	২০০৩
১৩৪. তিমুর-লেস্টে	০.৫৭৬	০.৩৮৬	৯৩	..	..	০.৩৬০	২০০৯/২০১০
১৩৫. ঘানা	০.৫৫৮	০.৩৭৯	৯৪	০.৫৬৫	১২১	০.১৪৪	২০০৮
১৩৬. একুয়াটোরিয়াল গিনি	০.৫৫৪	..	..	..	..	..	
১৩৬. ভারত	০.৫৫৪	০.৩৯২	৯১	০.৬১০	১৩২	০.২৮৩	২০০৫/২০০৬
১৩৮. ক্যাম্বোডিয়া	০.৫৪৩	০.৪০২	৯০	০.৪৭৩	৯৬	০.২১২	২০১০
১৩৮. লাওস পিপলস ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক	০.৫৪৩	০.৪০৯	৮৯	০.৪৮৩	১০০	০.২৬৭	২০০৬
১৪০. ভুটান	০.৫৩৮	০.৪৩০	৮৭	০.৪৬৪	৯২	০.১১৯	২০১০
১৪১. সোয়াজিল্যান্ড	০.৫৩৬	০.৩৪৬	৯৯	০.৫২৫	১১২	০.০৮৬	২০১০
নিম্নমানের মানব উন্নয়ন							
১৪২. কঙ্গো	০.৫৩৪	০.৩৬৮	৯৬	০.৬১০	১৩২	০.২০৮	২০০৯
১৪৩. সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	০.৫৩০	..	..	..	..	..	
১৪৪. সাও টোম অ্যান্ড প্রিন্সিপে	০.৫২৫	০.৩৫৮	৯৭	..	..	০.১৫৪	২০০৮/২০০৯
১৪৫. কেনিয়া	০.৫১৯	০.৩৪৪	১০১	০.৬০৮	১৩০	০.২২৯	২০০৮/২০০৯
১৪৬. বাংলাদেশ	০.৫১৫	০.৩৭৪	৯৫	০.৫১৮	১১১	০.২৯২	২০০৭
১৪৬. পাকিস্তান	০.৫১৫	০.৩৫৬	৯৮	০.৫৬৭	১২৩	০.২৬৪	২০০৬/২০০৭
১৪৮. অ্যাঙ্গোলা	০.৫০৮	০.২৮৫	১১৪	..	..	..	
১৪৯. মায়ানমার	০.৪৯৮	..	..	০.৪৩৭	৮০	..	
১৫০. ক্যামেরুন	০.৪৯৫	০.৩৩০	১০৪	০.৬২৮	১৩৭	০.২৮৭	২০০৪
১৫১. মাদাগাস্কার	০.৪৮৩	০.৩৩৫	১০৩	..	..	০.৩৫৭	২০০৮/২০০৯
১৫২. তানজানিয়া, ইউনাইটেড রিপালিক	০.৪৭৬	০.৩৪৬	৯৯	০.৫৫৬	১১৯	০.৩৩২	২০১০
১৫৩. নাইজেরিয়া	০.৪৭১	০.২৭৬	১১৯	..	..	০.৩১০	২০০৮
১৫৪. সেনেগাল	০.৪৭০	০.৩১৫	১০৫	০.৫৪০	১১৫	০.৪৩৯	২০১০/২০১১
১৫৫. মৌরিতানিয়া	০.৪৬৭	০.৩০৬	১০৭	০.৬৪৩	১৩৯	০.৩৫২	২০০৭
১৫৬. পাপুয়া নিউ গিনি	০.৪৬৬	..	..	০.৬১৭	১৩৪	..	
১৫৭. নেপাল	০.৪৬৩	০.৩০৪	১০৯	০.৪৮৫	১০২	০.২১৭	২০১১
১৫৮. লেসোথো	০.৪৬১	০.২৯৬	১১১	০.৫৩৪	১১৩	০.১৫৬	২০০৯
১৫৯. টোগো	০.৪৫৯	০.৩০৫	১০৮	০.৫৬৬	১২২	০.২৮৪	২০০৬
১৬০. ইয়েমেন	০.৪৫৮	০.৩১০	১০৬	০.৭৪৭	১৪৮	০.২৮৩	২০০৬
১৬১. হাইতি	০.৪৫৬	০.২৭৩	১২০	০.৫৯২	১২৭	০.২৯৯	২০০৫/২০০৬
১৬১. উগান্ডা	০.৪৫৬	০.৩০৩	১১০	০.৫১৭	১১০	০.৩৬৭	২০১১
১৬৩. জাম্বিয়া	০.৪৪৮	০.২৮৩	১১৭	০.৬২৩	১৩৬	০.৩২৮	২০০৭
১৬৪. জিবুটি	০.৪৪৫	০.২৮৫	১১৪	..	..	০.১৩৯	২০০৬
১৬৫. গাম্বিয়া	০.৪৩৯	..	..	০.৫৯৪	১২৮	০.৩২৪	২০০৫/২০০৬
১৬৬. বেনিন	০.৪৩৬	০.২৮০	১১৮	০.৬১৮	১৩৫	০.৪১২	২০০৬
১৬৭. রুয়ান্ডা	০.৪৩৪	০.২৮৭	১১২	০.৪১৪	৭৬	০.৩৫০	২০১০
১৬৮. আইভোরি কোস্ট	০.৪৩২	০.২৬৫	১২২	০.৬৩২	১৩৮	০.৩৫৩	২০০৫
১৬৯. কমোরস	০.৪২৯	..	..	..	..	..	
১৭০. মালাউয়ি	০.৪১৮	০.২৮৭	১১২	০.৫৭৩	১২৪	০.৩৩৪	২০১০
১৭১. সুদান	০.৪১৪	..	..	০.৬০৪	১২৯	..	
১৭২. জিম্বাবুয়ে	০.৩৯৭	০.২৮৪	১১৬	০.৫৪৪	১১৬	০.১৭২	২০১০/২০১১
১৭৩. ইথিয়োপিয়া	০.৩৯৬	০.২৬৯	১২১	..	..	০.৫৬৪	২০১১
১৭৪. লাইবেরিয়া	০.৩৮৮	০.২৫১	১২৩	০.৬৫৮	১৪৩	০.৪৮৫	২০০৭
১৭৫. আফগানিস্তান	০.৩৭৪	..	..	০.৭১২	১৪৭	..	
১৭৬. গিনি-বিসাও	০.৩৬৪	০.২১৩	১২৭	..	..	..	
১৭৭. সিয়েরা লিয়োন	০.৩৫৯	০.২১০	১২৮	০.৬৪৩	১৩৯	০.৪৩৯	২০০৮
১৭৮. বুরুন্ডি	০.৩৫৫	..	..	০.৪৭৬	৯৮	০.৫৩০	২০০৫
১৭৮. গিনি	০.৩৫৫	০.২১৭	১২৬	..	..	০.৫০৬	২০০৫
১৮০. মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিক	০.৩৫২	০.২০৯	১২৯	০.৬৫৪	১৪২	..	
১৮১. ইরিত্রিয়া	০.৩৫১	..	..	..	..	..	
১৮২. মালি	০.৩৪৪	..	..	০.৬৪৯	১৪১	০.৫৫৮	২০০৬
১৮৩. বুরকিনা ফাসো	০.৩৪৩	০.২২৬	১২৪	০.৬০৯	১৩১	০.৩৫৩	২০১০
১৮৪. চ্যাড	০.৩৪০	০.২০৩	১৩০	..	..	০.৩৪৪	২০০৩
১৮৫. মোজাম্বিক	০.৩২৭	০.২২০	১২৫	০.৫৮২	১২৫	০.৫১২	২০০৯
১৮৬. কঙ্গো গণতান্ত্রিক রিপাবলিক	০.৩০৪	০.১৮৩	১৩২	০.৬৮১	১৪৪	০.৩৯২	২০১০
১৮৬. নাইজের	০.৩০৪	০.২০০	১৩১	০.৭০৭	১৪৬	০.৬৪২	২০০৬

এইচডিআই অবস্থান	মানব উন্নয়ন সূচক	অসমতা-নিয়ন্ত্রিত এইচডিআই		লিঙ্গ বৈষম্য সূচক		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক	
	মূল্য	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	অবস্থান	মূল্য	বছর
অন্যান্য দেশ এবং অঞ্চলসমূহ							
কোরিয়া, ডেমোক্রাটিক পিপল্‌স রিপাবলিক	..	..	..	..	..	..	
মারশাল আইল্যান্ডস	..	..	..	..	..	..	
মোনাকো	..	..	..	..	..	..	
নাউরু	..	..	..	..	..	..	
সান মারিনো	..	..	..	..	..	..	
সোমালিয়া	..	..	..	..	..	০.৫১৪	২০০৬
দক্ষিণ সুদান	..	..	..	..	..	..	
তুভালু	..	..	..	..	..	..	
এইচডিআই গ্রুপ							
অত্যন্ত উন্নতমানের মানব উন্নয়ন	০.৯০৫	০.৮০৭	-	০.১৯৩	-	-	
উন্নতমানের মানব উন্নয়ন	০.৭৫৮	০.৬০২	-	০.৩৭৬	-	-	
মধ্যমমানের মানব উন্নয়ন	০.৬৪০	০.৪৮৫	-	০.৪৫৭	-	-	
নিম্নমানের মানব উন্নয়ন	০.৪৬৬	০.৩১০	-	০.৫৭৮	-	-	
অঞ্চলসমূহ							
আরব রাষ্ট্রসমূহ	০.৬৫২	০.৪৮৬	-	০.৫৫৫	-	-	
পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহ	০.৬৮৩	০.৫৩৭	-	০.৩৩৩	-	-	
ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া	০.৭৭১	০.৬৭২	-	০.২৮০	-	-	
লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান	০.৭৪১	০.৫৫০	-	০.৪১৯	-	-	
দক্ষিণ এশিয়া	০.৫৫৮	০.৩৯৫	-	০.৫৬৮	-	-	
সাব-সাহারান আফ্রিকা	০.৪৭৫	০.৩০৯	-	০.৫৭৭	-	-	
স্বল্পোন্নত দেশসমূহ	০.৪৪৯	০.৩০৩	-	০.৫৬৬	-	-	
ক্ষুদ্র দ্বীপের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ	০.৬৪৮	০.৪৫৯	-	০.৪৮১	-	-	
সমগ্র বিশ্ব	০.৬৯৪	০.৫৩২	-	০.৪৬৩	-	-	

টীকা:

এই সূচকগুলি বিভিন্ন বছরের উপাত্ত ব্যবহার করে গঠিত - উপাত্তের সূত্র ও টীকা সহ বিস্তারিত জানতে পরিপূর্ণ প্রতিবেদনের *Statistical annex* দেখুন (পুরো প্রতিবেদন পাবেন এখানে: http://hdr.undp.org)। দেশগুলিকে এইচডিআই কোয়ার্টাইল অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে: ৫১-৭৫ পার্সেন্টাইলের মধ্যে আসা দেশগুলিকে ধরা হয় সবচেয়ে উন্নত মানের এইচডিআই সম্পন্ন, মধ্যম মানের দেশগুলি ২৬-৫০ পার্সেন্টাইলের মধ্যে পড়ে। পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে চূড়ান্ত প্রান্তসীমা ব্যবহার না করে আপেক্ষিক প্রান্তসীমা ব্যবহৃত হয়েছে।

বৈশ্বিক মানবউন্নয়ন প্রতিবেদনসমূহ: মানবউন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩ ইউএনডিপি কর্তৃক বৈশ্বিক প্রকাশিত মানবউন্নয়ন প্রতিবেদন সিরিজের সর্বশেষ প্রকাশনা। বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু, ধারা ও নীতি সম্পর্কে এই গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশনাটি ১৯৯০ সাল থেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

মানবউন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩ সম্পর্কিত অপরাপর আরো তথ্য hdr.undp.org থেকে অনলাইনে পাওয়া যাবে। এতে আর যা যা রয়েছে সেগুলি হলো: ২০টির অধিক ভাষায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ সংস্করণ অথবা সারসংক্ষেপ; ২০১৩-এর প্রতিবেদনের জন্য কমিশনকৃত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ পেপারস-এর একটি সংকলন; ইন্টার‍্যাকটিভ ম্যাপস্ (মিথস্ক্রিয় মানচিত্রসমূহ) এবং জাতীয় মানবউন্নয়ন সূচকসমূহের উপাত্ত ভাণ্ডার; প্রতিবেদনের মানব উন্নয়ন সূচকসমূহে ব্যবহৃত সূচকসমূহের তথ্যসূত্র ও গবেষণাকর্মের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা; কান্ট্রি প্রোফাইলস (দেশ পরিচিতি) ও অন্যান্য পশ্চাদ্-উপকরণ। পূর্ববর্তী বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনসমূহও hdr.undp.org থেকে পাওয়া যাবে।

আঞ্চলিক মানবউন্নয়ন প্রতিবেদনসমূহ: ইউএনডিপি'র আঞ্চলিক ব্যুরোর সহায়তা নিয়ে গত দু'দশক ধরে আঞ্চলিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনগুলি উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রধান প্রধান এলাকা থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এইসব আঞ্চলিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনগুলি চিন্তা উদ্রেককারী বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট নীতিগত পরামর্শ দিয়ে যে সব স্পর্শকাতর ইস্যুসমূহ গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে, সে সবের মধ্যে আছে, আরব রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আফ্রিকার খাদ্য নিরাপত্তা, এশিয়ার আবহাওয়া পরিবর্তন, মধ্য ইউরোপে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীসমূহের প্রতি আচরণ, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশসমূহে অসমতা ও নাগরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ।

জাতীয় মানবউন্নয়ন প্রতিবেদনসমূহ: ১৯৯২ সালে জাতীয় মানবউন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর থেকে এখন এই প্রতিবেদনগুলি ইউএনডিপি'র স্থানীয় সম্পাদকীয় দলের সহায়তায় ১৪০টি দেশে প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতিবেদনগুলি–এ পর্যন্ত যার সংখ্যা ৭০০–স্থানীয় পরামর্শ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটগুলি তুলে ধরছে। জাতীয় মানবউন্নয়ন প্রতিবেদনসমূহ নানাবিধ মুখ্য উন্নয়ন ইস্যুকে তুলে ধরেছে, যেমন: আবহাওয়া পরিবর্তন থেকে যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান, জেন্ডার অথবা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের কারণে অসমতা ইত্যাদির মত বিষয়।

মানবউন্নয়ন প্রতিবেদনসমূহ ১৯৯০-২০১৩

১৯৯০	কনসেপ্ট অ্যান্ড মেজারমেন্ট অফ হিউমান ডেভেলপমেন্ট
১৯৯১	ফাইন্যান্সিং হিউমান ডেভেলপমেন্ট
১৯৯২	গ্লোবাল ডিমেনশন্স অফ হিউমান ডেভেলপমেন্ট
১৯৯৩	পিপল্স পার্টিসিপেশন
১৯৯৪	নিউ ডিমেনশন্স অফ হিউমান সিকিউরিটি
১৯৯৫	জেন্ডার অ্যান্ড হিউমান ডেভেলপমেন্ট
১৯৯৬	ইকনমিক গ্রোথ অ্যান্ড হিউমান ডেভেলপমেন্ট
১৯৯৭	হিউমান ডেভেলপমেন্ট টু ইর‍্যাডিকেইট পভার্টি
১৯৯৮	কনজাম্পশন ফর হিউমান ডেভেলপমেন্ট
১৯৯৯	গ্লোবালাইজেশন উয়িথ আ হিউমান ফেইস
২০০০	হিউমান রাইট্স অ্যান্ড হিউমান ডেভেলপমেন্ট
২০০১	মেকিং নিউ টেকনলজিস ওয়র্ক ফর হিউমান ডেভেলপমেন্ট
২০০২	ডিপেনিং ডেমোক্রেসি ইন আ ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়ার্ল্ড
২০০৩	মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্স: আ কমপ্যাক্ট আমাং নেশন্স টু এন্ড হিউমান পভার্টি
২০০৪	কালচারাল লিবার্টি ইন টুডে'জ ডাইভার্স ওয়ার্ল্ড
২০০৫	ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যাট আ ক্রসরোড্স: এইড, ট্রেড অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন অ্যান আনইকুয়াল ওয়ার্ল্ড
২০০৬	বীয়ন্ড স্ক্যারসিটি: পাওয়ার, পভার্টি অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল ওয়াটার ক্রাইসিস
২০০৭/২০০৮	ফাইটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ: হিউমান সলিড্যারিটি ইন আ ডিভাইডেড ওয়ার্ল্ড
২০০৯	ওভারকামিং ব্যারিয়ার্স: হিউমান মোবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
২০১০	দ্য রিয়াল ওয়েল্থ অফ নেশন্স: পাথওয়েজ টু হিউমান ডেভেলপমেন্ট
২০১১	সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড একুইটি: আ বেটার ফিউচার ফর অল
২০১৩	রাইজ অফ দ্য সাউথ: হিউম্যান প্রগ্রেস ইন আ ডাইভার্স ওয়ার্ল্ড

United Nations Development Programme
One United Nations Plaza
New York, NY 10017

www.undp.org

একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দ্রুত-উত্থিত নতুন শক্তিসমূহের কারণে বৈশ্বিক পরিচালন ব্যবস্থায় (dynamics) একটি অত্যন্ত গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শতকোটি মানুষকে দারিদ্র থেকে ক্রমশ মুক্ত করে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে পরিচিত জাপানকে টপকে গেছে। ভারত বিভিন্ন উদ্যোগী (entrepreneurial) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনামূলক সামাজিক নীতির মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎকে নতুন করে সাজাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসার ঘটিয়ে এবং বিশ্বব্যাপী পরিচালিত দারিদ্র-হ্রাসমুখি কর্মসূচী দিয়ে জীবন যাত্রায় মানে উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে ব্রাজিল।

কিন্তু "দক্ষিণের উত্থান" একটি ব্যাপক বিষয়। ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, তুরস্ক এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এখন বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্বদানকারী চালকে/এ্যাকটরে পরিণত হয়েছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩-তে ৪০টির অধিক উন্নয়নশীল দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা সাম্প্রতিক দশকগুলিতে প্রত্যাশার অধিক মানব উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং সেই উন্নয়নের ধারাকে ১০ বছরের অধিক সময় ধরে প্রবহমান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এই সব দেশের প্রতিটির রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস এবং তারা নিজেদের মত করে উন্নয়নের রাস্তা বেছে নিয়েছে। কিন্তু তারপরও তাদের কাছাকাছি একই ধরণের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রয়েছে এবং তারা প্রায় অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। তারা ক্রমশ একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল হচ্ছে। সমগ্র উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনগণ ক্রমশ বেশি করে দাবী তুলছে যে তাদের কথা শোনা হোক, তারা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের নতুন মাধ্যম গড়ে তুলছে, তারা সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো বেশি করে জবাবদিহিতা দাবী করছে।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩ নিরবচ্ছিন্ন 'দক্ষিণের উত্থান'-এর কারণ ও পরিণতি বিশ্লেষণ করেছে এবং এই নতুন বাস্তবতার পেছনে গৃহীত মূল নীতিসমূহকে চিহ্নিত করেছে যা আগামী দশকগুলোতে বিশ্বব্যাপী অধিকতর উন্নয়নের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করবে। এই প্রতিবেদন বৈশ্বিক সুশাসন পদ্ধতিতে দক্ষিণের অধিকতর প্রতিনিধিত্বের আহ্বান জানিয়েছে এবং আবশ্যকীয় ব্যবহার্যের অভাব মেটাতে অর্থায়নের জন্য দক্ষিণের মধ্যেই নতুন নতুন উৎসগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে।

এই নতুন বিশ্লেষণধর্মী অন্তর্দৃষ্টি এবং নীতি সংস্কারের স্পষ্ট প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরে এই প্রতিবেদনটি সকল অঞ্চলের জনগণকে ভাগিদারীমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলি একত্রে সততার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য পথ দেখিয়েছে।

"এই প্রতিবেদন বৈশ্বিক উন্নয়নে ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা নতুন করে বুঝতে সাহায্য করেছে এবং দক্ষিণের অনেকগুলি দেশের ক্রমোর্ধমান দ্রুত উন্নয়ন থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কতটা শিক্ষা নিতে পারি তা তুলে ধরেছে।"

– ইউএনডিপি প্রশাসক হেলেন ক্লার্ক, মুখবন্ধ/ভূমিকা থেকে

"মানব-জীবনের সাফল্য ও বঞ্চনা জানার মত কঠিন কাজের ক্ষেত্রে, এবং মানসিক চেতনার প্রয়োগ ও সংলাপ এবং তার মাধ্যমে বিশ্বে সততা ও সুবিচার এগিয়ে নিতে মানব উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী হলো একটি প্রধান অগ্রগতি।"

– নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অমর্ত্য সেন, প্রথম অধ্যায় থেকে।

"ভালো আইডিয়ার উপর কারও একক কর্তৃত্ব নেই। এই কারণে নিউইয়র্ককে অন্যান্য শহর ও দেশ থেকে ক্রমাগত শিখতে হবে।"

– নিউইয়র্ক সিটির মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ, তৃতীয় অধ্যায় থেকে।

"উন্নয়নশীল দেশের অনুসৃত পথগুলির দিকে গভীরভাবে তাকালে সকল দেশের ও অঞ্চলের কি বিকল্প নীতি আছে আমরা সেগুলির তালিকা তৈরি করতে পারবো।"

– প্রতিবেদনের মুখ্য রচয়িতা খালিদ মালিক, সূচনা থেকে।